৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা, ১৩ আষাঢ় – ১৯ আষাঢ়, ১৪২৭ ঃ ২৭ জুন – ৩ জুলাই, ২০২০

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 34, 27 June - 03 July, 2020 ৪ পাতা, মূল্য ২ টাকা

দেখুন আর সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউ টিউব চ্যানেল

ALIPUR BARTA

দাম কমল

❑ছাপা, বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন প্রতিটা ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার কারণে বর্তমান লকডাউন পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে আলিপুর বার্তার পৃষ্ঠা কমিয়ে চারপাতা করতে হয়েছে। খরচের বোঝা সত্ত্বেও পাঠকের সুবিধার্থে এই সংখ্যা থেকে পুণরায় আট পাতা না হওয়া পর্যন্ত পত্রিকার দাম ৩টাকা থেকে কমিয়ে ২টাকা করা হল।

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ভাড়াবৃদ্ধির দড়ি টানাটানিতে দুর্ভোগ অব্যাহত

যাত্রীদের। রাজ্যের আটটা বাস মালিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সরকারি বিশেষজ্ঞ কমিটির বৈঠকে বাস, রুট ও ট্রিপ বৃদ্ধির অনুরোধ করা হয় বাস মালিকদের।

রবিবার : আমফান ত্রাণ নিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ক্রমশ

বাড়ছে। প্রায় প্রতিদিন কাঠগড়ায় উঠছে শাসক দলের লোকজন। এবার তার দায় গিয়ে পড়ল বিডিওদের উপর। হাওড়া, হুগলি ও দুই ২৪ পরগনার বিডিওদের শোকজ করা হয়েছে।

সোমবার : চিন আবার সীমান্তে আগ্রাসী মনোভাব দেখালে 'যথাযথ

জবাব' দেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হল সেনাবাহিনীকে। চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ এবং সেনাবাহিনীর তিন প্রধানের সঙ্গে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বৈঠকের পর একথা জানানো হয়।

মঙ্গলবার : মত বদলে সুপ্রিম কোর্ট সায় দিতেই পুরীতে বেরল প্রভু

জগন্নাথ দেবের রথ। সঙ্গে বলভদ্র ও মাতা সুভদ্রা। প্রথা মেনে রথযাত্রায় তিনটি রথ গিয়ে দাঁড়াল মাসির বাড়ি। তবে পুরী জুড়ে জারি হয়েছিল শাটডাউন ও কার্ফু।

বুধবার : মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে নবান্ন সভাঘরে অনুষ্ঠিত হল পশ্চিমবঙ্গের

সর্বদল বৈঠক। ত্রাণ দুর্নীতি ও কোভিড অরাজকতার অভিযোগে বাগবিতণ্ডা হল বিরোধীদের সঙ্গে। হল সর্বদল কমিটি, জুলাই পর্যন্ত বাড়ল লকডাউন।

বৃহস্পতিবার : ডেঙ্গি রুখতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষার নির্দেশ

দিয়েছে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর। কিন্তু বিভিন্ন পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে মশা মারার তেল মেলেনি এখনও। ফলে ডেঙ্গি রোখা দুষ্কর।

শুক্রবার : দূরপাল্লা ও লোকাল ট্রেন ১২ আগস্ট পর্যন্ত বন্ধ রাখার

সিদ্ধান্ত নিল রেল। বুকিং-এর সব টাকা ফেরত দেওয়া হবে। চলবে শুধু বিশেষ রাজধানী ও মেল এক্সপ্রেস।

সবজান্তা খবরওয়ালা

উল্টো চালে মাত রাজ্য

ওঙ্কার মিত্র : কেন্দ্রীয় সরকারের নামে সরকারি পয়সায় প্রকল্প রচনা করে সব জনপ্রিয়তা হরণ করে নিয়ে যাবে বিজেপি। এই আশঙ্কায় রাজ্যে চালু হল না আয়ুষ্মান ভারত বা কৃষক সম্মান নিধি যোজনা। বিনামূল্যে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হল লক্ষ লক্ষ গরিব বঙ্গবাসী। বাংলার কৃষকরা বঞ্চিত হল কেন্দ্রীয় অনুদান থেকে। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলির মতো এ রাজ্যের মানুষও পরিচয় দেয় ভারতের নাগরিক বলে। এদেশের জাতীয় সঙ্গীত থেকে জাতীয় মন্ত্র এ রাজ্যের মাটি থেকেই উত্থিত। আপামর বঙ্গবাসী নিজেকে ভারতবাসী বলে গর্ব করে অথচ তারা ভারত সরকারের প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এই অধিকার পেতে নাকি প্রাদেশিক সরকারের অনুমোদন লাগবে। এটাই নাকি সংবিধানের বিধান। বঙ্গবাসীর দাবি রাজনৈতিক ইগো যদি অধিকার অর্জনের মাপকাঠি হয় তাহলে সেই বিধান নিয়ে চর্চা শুরু হোক।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে বঙ্গবাসীর শুধু ব্যক্তিগত বঞ্চনা নয়, এই দুই প্রকল্পকে আটকে দিয়ে নিজেদের অর্থনীতিরও ক্ষতি করেছে এ রাজ্য। আয়ুষ্মান ভারতের বিমার টাকা যদি এ রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবায় আসত তাহলে অর্থনৈতিকভাবে লাভ হত রাজ্যেরই। রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবায় লগ্নিও বাড়ত। কৃষক সম্মান নিধি যোজনাতেও যদি কৃষকরা অনুদান পেতেন তাহলে তা এই রাজ্যের বাজারকেই চাঙ্গা করত। কিন্তু শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরের কাছে মাথা নত করতে হল দুর্বল একটি রাজ্যের অর্থনীতিকে। বিশ্লেষকদের দাবি এও এক ধরনের রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন।

এবার আর কেন্দ্রীয় সরকার ওই পথে হাঁটে নি। উল্টো চালে মাত করতে চেয়েছে এই রাজ্যের শাসক রাজনৈতিক শক্তিকে। পরিযায়ী শ্রমিকদের ন্যূনতম ১২৫ দিন কাজ দেওয়ার জন্য রচিত প্রকল্প গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযান যোজনা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রবাসী শ্রমিক অধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গকে। কেন্দ্রীয় সচিব জানিয়েছেন, ১৫ জুনের মধ্যে নির্দেশমতো পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা জানায়নি পশ্চিমবঙ্গ, তাই তালিকায় রাখা যায় নি এই রাজ্যকে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই চালে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছে বিজেপি। একদিকে কেন্দ্রীয় প্রকল্প নিয়ে টালবাহানার রাজনীতি করার সুযোগ পায়নি রাজ্যের শাসক দল অন্যদিকে কেন্দ্রীয় প্রকল্পকে নিজের নামে চালাবার প্রচেষ্টাও অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়েছে। সামনে নির্বাচনের বাধ্যবাধকতা থাকলেও সঙ্কীর্ণ রাজনীতিকে টাইট দিতে বাধ্য হয়েছে মোদী সরকার। ফলও ফলেছে হাতে নাতে। রাজ্যের শাসক দল বা সরকারের কর্তব্যক্তিদের চুপ করে হজম করতে হয়েছে এই চালকে। বরং তালিকা না দেওয়ার প্রশ্নে রাজ্যকে বিঁধতে শুরু করেছে বিরোধীরা।

এর পর তিনের পাতায়

দরজা বন্ধ বিডিওর, পঞ্চায়েতে স্বজনপোষণ

ত্রাণ না পেয়ে ক্ষোভে ফুঁসছে সর্বহারারা

শক্তি ধর : নবান্নের শীততাপনিয়ন্ত্রিত প্রশস্ত সভাঘরে হয়ে গেল বহু আকাঙ্খিত সর্বদল বৈঠক। যেখানে নাকি কোভিড ও আমফান কবলিত মানুষকে ত্রাণ বন্টন নিয়ে বাগবিতণ্ডার শেষ ছিল না। দীর্ঘ প্রায় চার ঘন্টা বৈঠকের পর অবশেষে দুটি ফল প্রসব করেছে এই বৈঠক। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন পরিস্থিতি সামাল দিতে গঠিত হয়েছে একটি সর্বদল বৈঠক যারা অভিযোগ পেয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানাবে প্রশাসনকে। এছাড়াও এই বৈঠকের পর আগামী জুলাই মাস পর্যন্ত রাজ্যে লকডাউন বাড়াবার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর সঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রীর মুখ থেকে বর্ষিত হয়েছে মানবিক হওয়ার বাণী। তিনি জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অনুদান থেকে বঞ্চিত রাজ্য কষ্ট করে নিজের পয়সায় ত্রাণ বিলি করছে। সেই ত্রাণ নিয়ে দুর্নীতি হলে কাউকে রেয়াদ করা হবে না, সে যে দলেরই লোক হোক না কেন। বলেছেন এই সময় মানুষের পাশে দাঁড়াবার সময়। এমনকি তিনি সাংবাদিকদের রাজধর্ম পালনের কথা বলেছেন। বিরোধীরা বৈঠকের পর সরকারের সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন তুললেও তৃণমূলের চুনোপুঁটি সমর্থকরা সংবাদ মাধ্যমের চ্যানেলে মুখ্যমন্ত্রীর সর্বদল বৈঠকের সিদ্ধান্তে গণতন্ত্রের বড় বড় ঢেকুর তুলেছেন।

সাগর বিডিও অফিসে ত্রাণের দরজা বন্ধ। অন্যদিকে পঞ্চায়েত অফিসে চলছে বিক্ষোভ।

নবান্নের এই নাটক থেকে মুখ ঘুরিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার জিপিএস ম্যাপে জুম করে যদি একেবারে বিধ্বস্ত গ্রামে চলে যাওয়া যায় তাহলে ছবিটা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানে সর্বহারাদের জন্য বিডিওর দরজা বন্ধ। সবাইকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে পঞ্চায়েতের দ্বারে। ত্রিপল থেকে ভাঙা ঘরের অনুদান সবই মিলবে পঞ্চায়েত বাবুদের বদান্যতায়। মাস খানেক পরেও কোথাও প্রকাশিত হয় ক্ষতিগ্রস্থদের তালিকা। পঞ্চায়েত প্রধান থেকে সদস্য সকলেই নিজেদের মত করে তালিকা তৈরি করে ত্রাণ বিলোচ্ছেন। ত্রিপল থেকে ভাঙা ঘরের অনুদান পাচ্ছে পাকা বাড়ির মালিক। স্বজনপোষণের আখড়া হয়ে উঠেছে গায়ের জোরে দখল করা পঞ্চায়েতগুলো। আমফানে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন পঞ্চায়েত সদস্যরা জানিয়েছেন এলাকার ক্ষতিগ্রস্তদের সংখ্যার অনেক কম সামগ্রী পাচ্ছেন তারা। ফলে বঞ্চিত গ্রামবাসী-দের মধ্যে ক্ষোভ দানা বাঁধছে।

এর পর তিনের পাতায়

করোনার গ্রাফ উর্দ্ধমুখী, লকডাউন কাগজে কলমে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫,৬৪৮ জন। মৃতের সংখ্যা ৬০৬ জন বৃহস্পতিবারই নতুন করে ৪৭৫ জন আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যুর তালিকায় চিকিৎসক, পুলিশের পাশাপাশি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ফলতা বিধান সভার বিদায়ক তমোনাশ ঘোষও আছেন। সারকথা হল প্রায় চারমাস হতে চললো এখনও করোনার প্রকোপ কমেনি উল্টে লকডাউন পরবর্তী আন-লক সময়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। যে কারণে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছিলেন নবান্নে। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত আবার লকডাউন জারি থাকবে। কন্টেইনমেন্ট জোনে থাকবে কড়াকড়ি। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে লকডাউন পর্ব থেকেই সর্বত্র একটা নিয়ম ভাঙার প্রবণতা জনগণের মধ্যে। দিন যত গড়িয়েছে যত ছাড় দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ততই বিধিনিষেধ বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরোয় পরিণত হয়েছে। থানা প্রশাসন থেকে ঘোষণা হচ্ছে যে সকাল ১২টা পর্যন্ত দোকান বাজার খোলা থাকবে। বিকালে সন্ধ্যে ৬-৮টা পর্যন্ত খোলা

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

থাকবে। কিন্তু প্রতিটি বাজারেই ভিড় গিজগিজ করছে। সকলে এখনও মাস্ক ব্যবহার করছে না। যদিও এ ব্যাপারে পুলিশী অভিযানের পর কিছুটা হলেও অবস্থার উন্নতি হয়েছে। অটোতে ছয়জন করে যাত্রী পরিবহন হচ্ছে। পাবলিক যে বাস কিংবা অটো গুলো চলছে সেগুলি নিয়মিত স্যানিটাইজও হচ্ছে না। এব্যাপারে প্রশাসনের কোনও নজরদারী নেই। তাই অনেকেরই অভিমত ৩১ জুলাই পর্যন্ত লকডাউন সরকারি ভাবে ঘোষণা হলেও প্রশাসন ও জনগণ যদি সচেতন ও তৎপর না হয়, তাহলে তা প্রহসনে পরিণত হবে। এবং আগামী জুলাই মাসে করোনার থাবা আরও ভয়ঙ্কর রূপ নেবে।

কল্যাণ রায়চৌধুরী : সর্বদল বৈঠক করে লকডাউনের মেয়াদ ৩১ জুলাই পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হল। স্কুল, কলেজ, শপিং মল, সিনেমা হল, ট্রেন চলাচল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান ও পরিষেবাগুলি লকডাউনের অন্তর্ভুক্ত থাকছে। কিন্তু খুচরো, দোকান-বাজার, টোটো, অটো, ভ্যান-রিকশা সহ বেশ কিছু রুটের বাস চলাচলের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে আগেই আনলক-ওয়ান-এর মাধ্যমে। সেই পর্যায়কেই বজায় রাখা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

নতুন করে লকডাউনের মেয়াদ বৃদ্ধি প্রসঙ্গে সিআইটিইউ (সিটু)-র উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সম্পাদক গার্গী চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'লকডাউনটা প্রথমেই পরিকল্পনাহীনভাবে শুরু করা হয়। তারপর আনলক করা হল, তাও অপরিকল্পিতভাবে। আবার ৩১ জুলাই পর্যন্ত লকডাউন ঘোষণা করা হল পরিকল্পনাহীন ভাবেই। দোকান-বাজার খোলা থেকে শুরু করে টোটো, অটো, বাস সবই তো চলছে। শুধু লোকাল ট্রেন আর

উত্তর ২৪ পরগনা

স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখলেই কি লকডাউন করা হয়? এই লকডাউনের গুরুত্ব কতখানি? এতে কোনও সুরাহা হবে না। যেদিন প্রথম লকডাউন করা হল সেদিন দেশে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৫৬৭ জন। বর্তমানে সেই সংখ্যা পাঁচ লাখ ছাড়িয়ে গেছে।' পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রসঙ্গে বলেন, আমরা মনে করি তাদের এককালীন অর্থসাহায্য দরকার। কেন্দ্র-রাজ্য কোনও সরকারই সেটা দেখল না। আমরা পরিযায়ী শ্রমিক, চা-বাগান ও চটকল শ্রমিকদের বিষয়টা নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছি। এই লকডাউনটা অনেকটা সুপার স্পেশালিটি হসপিটালের মত। নামেই সুপার স্পেশালিটি, অথচ ডাক্তার নেই, নার্স নেই, পরিষেবা নেই এরকম।'

বিধায়ক তথা বিজেপির রাজ্য সম্পাদক সব্যসাচী দত্ত বলেন, এই লকডাউন শুধু কাগজে-কলমে। কেউ তো মানছে না। শুধু বিরোধী রাজনৈতিক দলেরা যাতে কোথাও মিছিল-মিটিং সংগঠিত না করতে পারে, তার জন্যই এই লকডাউন।' পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রসঙ্গে সব্যসাচী বলেন, 'তারা তো আমার রাজ্যেরই বাসিন্দা, তাদের তালিকা তো রাজ্যের কাছে থাকা দরকার। বাংলার তো চারটে বর্ডার। ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, বিহার ও অসম। কোন বর্ডার দিয়ে কতজন পরিযায়ী শ্রমিক আমার রাজ্যে ঢুকেছে তার সঠিক তালিকা থাকলে বোঝা যেত। এক কথায় বলা যায়, পরিকল্পনার অভাব।'

এর পর তিনের পাতায়

ভয়ের মাঝেও আশা
ছোট হয়ে যাচ্ছে প্রতিমা

প্রিয়ম গুহ: রথের রশিতে টান পড়লেই শুরু হয়ে যায় দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি। কাঠামো পুজোর সাথে সাথে প্রথা মেনে কুমোরটুলি-পোটোপাড়ায় শুরু হয়ে যায় বায়না নেওয়ার ব্যস্ততা। কিন্তু এবছরটা যে সোশ্যাল মিডিয়ার কথায় বিষে ২০ নিয়ে যা ভয় ছিল তাই হল। রথের দিন ঘঁকা শুনসান কুমোরটুলি। অন্যান্য বছরের মতন বায়না দেওয়ার হিড়িক নেই। যদিও ঠাকুর তৈরির কাজে লেগে পড়েছেন তাঁরা। চার পুরুষের ব্যবসা সামলাচ্ছেন শুভজিৎ পাল, শিল্পে তার অগাধ ভালোবাসা। তাই চাকরি বা অন্যান্য কিছুতে মাথা না ঘামিয়ে বংশের এই ব্যবসাকেই পাথেয় করে নিয়েছেন তিনি। তার কথায়, এ বছর খুব কম ঠাকুরই বিদেশে গিয়েছে। গত বছরেও তাদের গড়া ঠাকুর বিদেশে গিয়েছিল। কিন্তু এবছর সে বায়নাও আসেনি। যদিও টুকটাক বায়না হচ্ছে, কিন্তু তেমন নয়। এছাড়াও আরও এক প্রতিমা শিল্পী ইন্দ্রজিৎ পাল আমাদের জানালেন, ঠাকুরের বায়না তেমনভাবে রথের দিন

না হলেও যে কয়েকটি হয়েছে সে সবগুলির উদ্যোক্তারা সকলেই প্রতিমা ছোট করবার জন্য বলেছেন। ১২ ফুটের প্রতিমা নেমে আসছে ৭ফুট অথবা ৬ ফুটে। তিনি আশাবাদী কারণ রথের পরের রবিবারে অনেকটাই ভিড় চোখে পড়ে এবারও তাই হবে হয়তো। তিনি বলেন, কলকাতায় বাঙালির পুজো কেউ বন্ধ করবে না। সবই পাড়া ভিত্তিক পুজো হবে হয়তো। নিজের পাড়ার মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে ওই পাঁচটা দিন আনন্দে খাওয়াদাওয়ায় হুল্লোড়ে। কেমন যেন সেই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট পুজোর আমেজ ফিরে আসবে হয়তো। রথের দিন থেকেই চতুর্দিকে পড়ে যায় পুজোর ব্যানার। তাও চোখে পড়েনি এবছর। তবে কুমোরটুলির হয়তো এবছর কাজ বাড়বে। কারণ, যে সব জায়গায় থিমের চাদরে মোড়া থাকতো, সেই আঙ্গিকে প্রতিমা তৈরি হতো সেগুলি হয়তো এবার সাবেকী আনার ছোঁয়াতেই সকলের নজর কাড়তে চাইবে। তাই কুমোরটুলির শিল্পীরা সেদিকেও তাকিয়ে আছে। তবে তিনি বলেন, সব কিছুরই দাম বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু সব কিছুর পরিস্থিতি মাথায় রেখে প্রতিমার দাম আকাশছোঁয়া করা সম্ভব হবে না। কারণ, তাহলে হয়তো উদ্যোক্তারা পিছিয়ে যাবেন। বাঙালি তার ঘরের মেয়ে উমাকে বরণ করতে পারবে না। উমার কাছে প্রার্থনা করতে পারবে না আপামর বাঙালি যে এই করোনা নামক অসুর দমন করবার জন্য। এহেন অবস্থায় একটু কম লাভ বা লাভ না হলেও চলবে তাদের এই মানসিকতা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে— এমন পংক্তিটি হয়তো এখন প্রযোজ্য। তবে বাঙালির দুর্গাপুজো হবেই, বিধি মেনেই।

ছবি ঃ কৌনিশ ভট্টাচার্য

ডেথ সার্টিফিকেট না পাওয়ায় পেনশন থেকে বঞ্চিত

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ-২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত কাশীপুর-আলমপুর অঞ্চলের দে পাড়ার বাসিন্দা মদন চন্দ্র দে গত ১০ মে ইএমআই জোকা হাসপাতালে মারা যান। ১২ মে সকালে তার পরিবারের কাছে ব্লক স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর আসে মদন চন্দ্র দে করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। তারপরই বিকালে ওই দে পরিবারের ১১ জন সদস্যকে বুড়ুলে প্রাতিষ্ঠানিক গৃহ পর্যবেক্ষণে নিয়ে যাওয়া হয়। গত ২৭ মে পর্যন্ত তারা ফোনে তাদের রিপোর্ট পায়নি। ওইদিন পুনরায় তাদের সোয়াব টেস্ট করে সন্ধ্যের সময় ছেড়ে দেওয়া হয়। এবং ১৪ দিন গৃহ পর্যবেক্ষণে থাকতে বলা হয়। ওই পরিবারের সদস্য অমর দে সম্প্রতি অভিযোগ করেন, যে এক মাসের বেশি সময় হয়ে গেলেও তার বাবার ডেথ সার্টিফিকেট এখনও হাতে পাননি। বারবার ইএসআই জোকা এবং কলকাতা কর্পোরেশনে যোগাযোগ করেও কোনও সুরাহা হয়নি। ডেথ সার্টিফিকেট না পাওয়ায় পেনশনের ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছে। ওনার বাবা বিড়লাপুর জুট মিলের এমপ্লয়ি ছিলেন। পেনশন অফিস সল্টলেকে। পেনশন অফিসে ডেথ সার্টিফিকেট জমা করা যাচ্ছে না। অমরবাবু আরও বলেন প্রথম রিপোর্টটা আমরা পাইনি। তবে দ্বিতীয়বারের রিপোর্টটা পেয়েছি, তাতে আমাদের সকলেরই রিপোর্ট নেগেটিভ হয়েছে। আমরা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ ইন্দ্রাণী ঘোষ জানান যাতে শীঘ্রই ডেথ সার্টিফিকেট ওই পরিবার পায়, আমি চেষ্টা করব।

আকরা স্টেশন রোডের বেহাল অবস্থা। ছবি ঃ অরুণ লোধ

ঐতিহাসিক ভুল শুধরাতে ফের ব্যর্থ বঙ্গজ চৈনিক ভক্তরা

পার্থসারথি গুহ ঃ ঠাকুর রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, রবিঠাকুর, নেতাজিকে কলুষিত করা এদেশের বামেদের বহু পুরনো অভ্যেস। তবে তার চেয়েও যেটা গুরুতর বিষয়ে সেটা হল প্রথমে অপমান করে পরে আবার ক্ষমা চেয়ে নেওয়া। সেদিক থেকে মনে হচ্ছিল ১৯৬২ সালে চিন এদেশ আক্রমণের পর যাঁরা বলেছিলেন ভারতই চিনকে আক্রমণ করেছে, তাঁরা হয়তো এবারে নিজেদের ভুলটা শুধরে নেবেন। বলবেন ওটা ছিল ঐতিহাসিক ভুল। কিন্তু, কোথায় কি? এখনও কমরেডকূল যে পথে হাঁটছে তাতে চিনের প্রতি ন্যূনতম বিদ্বেষ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। ঠারেঠোরে মোদী বা বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রতি তাঁদের পুঞ্জিভূত বিক্ষোভ যেন ঝরে পড়ছে চিন ইস্যুতে। সেটা করতে গিয়ে নিজের দেশের সমালোচনা করতেও পিছপা হচ্ছেন না তাঁরা। তাঁদের বোঝা উচিত এটা রাজনীতি করার সময় নয়। এই সময়টা হল দেশের পাশে দাঁড়ানোর। মতাদর্শের চেয়েও দেশ আগে সেটা বুঝতে হবে সর্বাগ্রে।

চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান মার্কা ফরমান এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন এখানকার চিন ভক্তরা। ফলস্বরূপ, ভারতীয় শহিদদের নিয়ে নাম-কা-ওয়াস্তে শোকজ্ঞাপন করেই ক্ষান্ত থাকছেন বাংলার এককালের প্রবল

প্রতাপশালী দলের লোকজনেরা। আমেরিকায় যে কোনও হাঁচি-কাশি হলেও যাঁরা পথে নামেন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতায়, তাঁদের কোনও উচ্চবাচ্য নেই ভারতের মাটিতে চৈনিক আগ্রাসন নিয়ে। চৈনিক দূতাবাসের সামনে তাঁরা কোনও অবরোধ, প্রতিবাদ করেছেন তেমন খবরও পাওয়া যাচ্ছে না।

মেহনতী মানুষের মুখপত্রে ফলাও করে যেভাবে চিনের সমর্থনে খবর বেরিয়েছে তা বিস্মিত করছে তামাম ভারতবাসীকে। যদিও তাদের তরফ থেকে সাফাই দেওয়া হচ্ছে এটা সংবাদের একটা অংশমাত্র। কিন্তু, প্রশ্ন উঠছে, দেশের ওপর যে শক্তি আক্রমণ করেছে তাদের কথাকে এক লাইন গুরুত্বও দেওয়া হবে কেন ভারতের কোনও সংবাদমাধ্যমে। এদেশের নুন খেয়ে বিদেশের গুণ গাওয়ার এই প্রবণতা কি ৬০ বছরেও দূর হল না?

অবশ্য বিদেশের গুণ গাওয়া যাঁদের মজ্জাগত তাঁদের আর কিই বা বলা যায়? রাশিয়া, চিনের মতাদর্শকে যাঁরা নামাবলী করে রেখে দিয়েছেন, ভিয়েতনাম-পূর্ব ইউরোপের অত্যাচারী শাসকরা যাঁদের রোল মডেল, কিউবান নেতাকে যাঁরা পিতৃআসনে ঠাঁই দেন তাঁদের থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করা বৃথা। যথারীতি এবারেও চিনের সমর্থন তাঁদের মনের অন্তরস্থলে রয়ে গিয়েছে।

একটি বিশেষ মতাদর্শের দলের কথা বলার পাশাপাশি বলতে হবে ভারত-চিন সম্পর্কের গোড়ায় গলদ তৈরির কথাও। বস্তুত, হিন্দি-চিনি ভাই ভাই মার্কা যে স্লোগান নেহরুর আমলে উঠেছিল এবং কংগ্রেস যে সত্ত্বাকে লালনপালন করে গিয়েছে দিনের পর দিন তার মর্যাদা দেয় নি চিন।

এর পর তিনের পাতায়

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা, ২৭ জুন – ৩ জুলাই, ২০২০

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুরহস্য নিয়ে সবাই নীরব

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে সম্প্রতি রাজ্যে অবাঞ্ছিত কিছু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। রাজনৈতিক রঙে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে নানা ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা চলছে। প্রকৃতপক্ষে আজকের পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রয়েছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও চিত্রশিল্পী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো দিকপাল বাঙালি প্রতিভাধর ব্যক্তিদের ঐকান্তিক সংগ্রামের ফলে। ইতিহাসকে উপেক্ষা করার কারণেই বহু হাতেখড়ি হওয়া রাজনীতিক নেতা–উপনেতা সুভাষচন্দ্র ও শ্যামাপ্রসাদকে জড়িয়ে নানা কাল্পনিক গল্পগাথা প্রচার করে থাকেন। সুভাষ চন্দ্র নাকি একদা শারীরিকভাবে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে নিগ্রহ করেছিলেন, এমন মিথ্যা ভাষণ কোনও কোনও পক্ষের মানুষজন লাগাতার প্রচার করছেন সামাজিক মাধ্যমে। ইতিহাসের অশিক্ষা কত বিষময় হতে পারে তার করুণ চিত্র ফুটে উঠছে এই সাম্প্রতিক অবাঞ্ছিত রাজনীতিতে। প্রকৃতপক্ষে ডান–বাম সব রাজনৈতিক দলের কাছে যে স্বাভাবিক প্রত্যাশা ছিল তাহল ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু রহস্য উন্মোচনের দাবি তোলা।

আজ থেকে ৪৫ বছর আগে ভারতবর্ষের বুকে জরুরি অবস্থা জারি করে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে সে গণতন্ত্র ফিরে এলেও সত্য উদঘাটনের দাবি তোলা রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীরা আজও প্রকট ও সরব হতে পারেনি তেমনভাবে। ১৯৫৩ সালের ২৩ জুন জওহরলাল নেহেরুর আমলে বাঙলার সাহসী সন্তান শ্যামাপ্রসাদকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর অর্ধসমাপ্ত লেখার ডায়েরিও তাঁর মাকে সেদিন ফেরত দেওয়া হয়নি।

সেদিন কাশ্মীরের প্রশাসন ও দিল্লির সরকার হাত মিলিয়ে তাদের পথের কাঁটা দূর করেছিল। শ্যামাপ্রসাদের মাতৃদেবী মৃত ছেলের মাথা কোলের ওপর রেখে নেহেরুকে অভিসম্পাত করেছিলেন। পরে ইতিহাসের চাকা গড়িয়েছে। দিল্লিতে পালাবদল ঘটেছে। এমনকি সাম্প্রতিক অতীতে কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা লুপ্ত করা হয়েছে। যা একদা 'এক দেশ, এক নিশান, এক বিধান' এর স্বপ্ন ছিল শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের। সারা দেশে এখনও সর্বস্তরে এক বিধান চালু করা না গেলেও কাশ্মীরে ভারত সরকার সরাসরি হস্তক্ষেপ করার 'অধিকার' পেয়েছে। সংশোধিত সংবিধানের সুযোগে শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্কে সুবর্ণ সুযোগ এসেছে সত্যোদ্ঘাটনের।

লোকসভা বা বিধানসভায় আজ পর্যন্ত কোনও রাজনৈতিক দল কাশ্মীরের শ্রীনগরে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হত্যার তদন্তের ব্যাপারে সক্রিয় দাবি তোলেনি। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইতিহাসের ওই অন্ধকার অধ্যায়ের আলোকপাত জরুরি ছিল। একদা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভা ছেড়ে জনসংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যেটি পরবর্তী কালে আজকের ভারতীয় জনতা পার্টি হয়ে দেশ শাসন করছে। স্বাভাবিক ভাবেই বল্লভভাই প্যাটেল কিংবা গান্ধিজির প্রতি ভারতবর্ষের রাজনীতিকরা কমবেশি গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন জওহরলাল নেহেরুর পরেই। বিস্ময়ের ব্যাপার ভারতীয় জনতা পার্টি নানা প্রতিশ্রুতি রক্ষার চেষ্টা করলেও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু রহস্য নিয়ে সক্রিয় হয়নি আজ পর্যন্ত। ভারতবর্ষের ইতিহাসের এটাই ট্র্যাজেডি।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র পাঁচ

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্ দূরে তদন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।।৪।।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান সচল এবং অচল। তিনি বহু দূরে রয়েছেন, আবার সন্নিকটেও অবস্থান করছেন। তিনি সকল বস্তুর অন্তরে এবং বাইরে অবস্থান করেন।

তাৎপর্য

শক্তির মধ্যে কোন ভেদ নেই। সকল শক্তির নিয়ন্তা বলে, আমাদের মতো তিনি কখনও সেই শক্তিগুলির দ্বারা প্রভাবিত হন না। আবার পরিশেষে তিনি কখনও নিরাকার হয়ে রূপ বা ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে তাঁর দেহনিঃসৃত জ্যোতি, ঠিক যেমন– সূর্যরশ্মি হচ্ছে সূর্যদেবতার দেহনিঃসৃত জ্যোতি।

প্রহ্লাদ মহারাজ শৈশবে যখন তাঁর ঘোর নাস্তিক পিতা হিরণ্যকশিপুর সম্মুখে ছিলেন, তখন তাঁর পিতা তাঁকে জিজ্ঞেস করছিল, 'তোমার ভগবান কোথায়?'' প্রহ্লাদ মহারাজ যখন উত্তর দিলেন, ভগবান সর্বত্র বিরাজমান, তখন তাঁর পিতা ক্রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাঁর ঈশ্বর এই রাজপ্রসাদের কোন একটি জড়ের মধ্যে আছে কিনা। এবং শিশু প্রহ্লাদ বললেন, ''হ্যাঁ আছেন।'' তৎক্ষণাৎ সেই নাস্তিক অসুর তাঁর সম্মুখে স্তম্ভটি ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করলে তার ভিতর থেকে তৎক্ষণাৎ অর্ধ নর, অর্ধ সিংহ অবতার নৃসিংহ মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। এভাবেই ভগবান সমস্ত কিছুর মধ্যে রয়েছেন এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেন। তাঁর ঐকান্তিক ভক্তকে কৃপা প্রদর্শন করার জন্য তাঁর অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা তিনি যে কোন স্থানে আবির্ভূত হতে পারেন। ভগবান নৃসিংহ ফটিক স্তম্ভের মধ্যে থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁর ভক্ত প্রহ্লাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করবার জন্যে, নাস্তিক হিরণ্যকশিপুর আদেশে নয়। একজন নাস্তিক ভগবানকে আবির্ভূত হওয়ার জন্য আদেশ করতে পারে না, কিন্তু ভগবান তাঁর ভক্তকে কৃপা প্রদর্শনের জন্য সব সবয়, সর্বত্র আবির্ভূত হন। তেমনই, ভগবদ্গীতায় (৪/৮) বলা হয়েছে যে, বিশ্বাসীদের রক্ষা এবং অবিশ্বাসীদের বিনাশ করবার জন্য ভগবান আবির্ভূত হন।

ফেসবুক বার্তা

www.facebook.com/thehooghlybuzz

ইনি হুগলী চন্ডীতলার রবিন কোলে

আমফানের তাণ্ডবে ভাঙে ঘরের চালের জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ মেলে ২০ হাজার টাকা অনুদান, যা ছিল ঝড়ে ক্ষতির তুলনায় অনেক বেশি, তাই বিডিও অফিসে গিয়ে ক্ষতিপূরণের সেই টাকা ফিরিয়ে দিলেন হুগলী জেলার চণ্ডীতলা মণিরামপুরের প্রৌঢ় চাষি রবিন কোলে.

শেয়ার বাজারে ফার্মাই ফেরাচ্ছে ফরমা

পার্থসারথি গুহ ঃ

কোভিডের ভ্যাকসিন কবে আসবে তা নিয়ে ব্যস্ত গোটা বিশ্ব। মাঝেমধ্যেই এমন খবর আসছে যেন করোনার প্রতিষেধক হাতে এল বলে। কিন্তু, অচিরেই সেই খবরের কবরপ্রাপ্তি হচ্ছে। এই মুহূর্তে অবশ্য এদেশের অত্যন্ত পরিচিত (জয়েন্ট ভেঞ্চার) গ্লেনমার্ক ফার্মাকে ঘিরে প্রত্যাশার পারদ তুঙ্গে। মনে করা হচ্ছে কোভিড ১৯ বশ মানাবার জায়গায় চলে এসেছে বহুল প্রচলিত কোম্পানিটি। এভাবেই ওষুধ কোম্পানিগুলো নিজেদের অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে বারংবার।

শরীর খারাপ হলে মানুষ যে ওষুধ খাবে তার জো নেই। অন্তত শেয়ার বাজারের প্রেক্ষাপটে একথা বলাই চলে। কারণ গত বেশ কয়েক বছরের যে বুল রান ফার্মা সেক্টর দেখিয়েছে তা থেকে বিচ্যুত হয়েছে অনেকাংশেই। শুধু বুল ট্র্যাক থেকে সরে যাওয়া নয়, কিছুদিন আগেও শেয়ার বাজার যখন তার সর্বোচ্চ অবস্থানে দাঁড়িয়ে তখন ফার্মা কাউন্টারগুলি কিন্তু তাঁদের লাইফ–লোতে চলে গিয়েছে। সান ফার্মা, সিপলা, ওখহার্ড, স্ট্রাইডস অ্যাকরোল্যাব প্রভৃতি নামজাদা শেয়ার এখন তাদের ৫২ সপ্তাহ নিম্নতলে তলিয়ে গিয়েছে। এমতাবস্থায় যথারীতি শেয়ার বিশেষজ্ঞদের একটা অংশ দাবি করছেন এখন ওষুধের শেয়ার কেনা থেকে বিরত থাকতে।

কিন্তু আদতে এত লোভনীয় ও আকর্ষক দামে চলে আসা ফার্মা কাউন্টারের শেয়ার থেকে আপনার বা আমার মুখ ফিরিয়ে থাকতে আদৌ ভালো লাগছে? আর যদি সত্যি নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করে মনে হয় আপনার কিনতে ইচ্ছে করছে তাহলে কোনওদিকে না তাকিয়ে ওষুধের অপরিহার্য শেয়ারগুলি কিনে ফেলা উচিত। কারণ এমন দামে ফার্মা শেয়ার আর নাও পাওয়া যেতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে এখনই কী নিচের দামে চলে আসা ভালো ওষুধ কোম্পানির শেয়ার কিনে ফেলা উচিত? এক্ষেত্রে উত্তর হল এখন যদি আপনার ২০০ ফার্মা শেয়ার কেনার অবস্থা থেকে তো এই জায়গায় অন্তত ৫০ টা কিনে ফেলতেই পারেন। তাহলে বাকিটা কবে কিনবেন? সেটারও উত্তর হাতের সামনে রয়েছে। টার্গেটে থাকা বাকি ১৫০টা ওষুধ কাউন্টার কিনুন একটা কারেকশন সংঘটিত হওয়ার পর।

হ্যাঁ, এই কারেকশন বলতে বাজারের সার্বিক সংশোধনীর কথাই বলা হচ্ছে। সাড়ে ১০ হাজারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা নিফটির সামনে কারেকশনের কথা বলতেও কেমন যেন ধৃষ্টতা মনে হচ্ছে,তাই না। ঘটনা হল, কারেকশন তো হতেই হবে। আজ না হয় কাল। এবার ১১ হাজার হয়ে হবে না আগে এটাই লাখ টাকার প্রশ্ন। অতীত অভিজ্ঞতা বলছে অনেক সময়ই তীরে এসে তরী ডোবার ঘটনা ঘটেছে ভারতের অর্থ বাজারে। অর্থাৎ আপনি ভাবলেন এই নিফটি ১২ হাজার হয়ে গেল, তো দেখা গেল ওভারনাইট পতনের হাত ধরে তাই প্রায় হাজার পয়েন্ট নিচে চলে এসে বড়মাপের সংশোধনী তৈরি করে দিল।কথা হচ্ছিল ওষুধ নিয়ে। তা মার্কেট কারেকশন যদি নিফটিকে সাড়ে ১০–১১ হাজারে আসে তখন হয়তো দেখা যাবে ফার্মা সেক্টর আর তেমন পড়ছে না। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে যে সব ফার্মা কাউন্টার তাদের ৫২ সপ্তাহ 'লো'কে ছুঁয়েছে তারা হয়তো আর ৫–৭ শতাংশ নিচে আসতে পারে। তার থেকে বেশি নিচে আসা মুশকিল বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। যখন মনে হবে বাজারের কারেকশন ইজ ওভার তখন বাকি ১৫০টা এস্টিমেটেড শেয়ার কিনে ফেলুন ফটাফট। অন্তত বছর খানেক থেকে বছর দুয়েকের মধ্যে এইসব নিচে আসা ওষুধের শেয়ার যে দ্বিগুণ হয়ে উঠবে না তা কী এখন থেকে বলা যায়।

সামনেই তো তরতাজা উদাহরণ রয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শেয়ারের ব্যাপারে। এইসব পিএসইউ ব্যাঙ্কিং শেয়ারের দাম একসময় যে জায়গায় চলে এসেছিল তাকে খাদের কিনারা বললে বোধহয় উপযুক্ত হবে। অথচ দেখা গেল এখন সেসব পিএসইউ ব্যাঙ্কের শেয়ারই প্রায় দ্বিগুণ বা তার চেয়ে বেশি হয়ে উঠেছে। এটাই এই বাজারের মজা। যখন সবাই খালি কেনার কথা বলবে তখন নীরবে আপনার লগ্নি উঠিয়ে নিতে হবে, প্রয়োজনে সুইচ ওভার করতে হবে। আর যখন কোনও সেক্টর নিয়ে দুনিয়াশুদ্ধু সবাই বেয়ারিশ হয়ে উঠবেন, তখন সন্তর্পণে তাতে লগ্নি শুরু করতে হবে। যেটা এখন করতে হবে ফার্মার ক্ষেত্রে।

জার্ম ইজ নাথিং : লুইস গুনে

ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ প্রামাণিক : দিনে দিনে আন্তর্জাতিক করোনা খেলা জমে উঠেছে। রাজ্যে, দেশে, বিদেশে কেউ সঠিক সমাধানের পথ দেখাচ্ছে না। একদিকে রাজনীতিকরা করোনা নিয়ে রাজনীতি করতে ব্যস্ত আর অন্যদিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা ব্যস্ত ওষুধ আবিষ্কারে। এখন তো আবার এক একটি সংস্থা নানা নামের ওষুধ নিয়ে ব্যবসা করতে নেমে পড়েছে। বর্তমানে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে বিভ্রান্ত বহু দেশ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য বিজ্ঞানী লুইস গুনে প্রমাণ করেছিলেন জার্ম ইজ নাথিং। অর্থাৎ যদি আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ঠিক থাকে তাহলে জার্ম কিছু করতে পারে না। অথচ ওষুধ বেচে রোজগারের নেশায় মডার্ন মেডিসিন সেই দিকে ধ্যান না দিয়ে বিভিন্ন রকমের তথ্য পরিবেশন করছে। বিজ্ঞাপন বলছে রোগীর সঙ্গে নয় রোগের সাথে লড়তে হবে। কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে রোগের থেকে রোগীর উপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রাচীন এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে সামগ্রিকভাবে শারীরিক, মানসিক, চারিত্রিক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বিচার করেই ওষুধ দেওয়া হয়। ফলে অ্যালোপ্যাথির মত করোনা চিকিৎসাতেও কোনও নির্দিষ্ট ওষুধ হয় না। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এনআইএইচ অনুমোদিত ওষুধগুলো হল আর্সেনিক অ্যালবাম ৩০, ব্রায়োনিয়া অ্যালবাম ২০০, জেলসিমিয়াম ৩০, ফসফরাস ৩০, অ্যাকোনাইট ৩০। যদিও লক্ষণের উপর বিচার বিশ্লেষণ করে যেমন রোগ প্রবণতা, বয়স, লিঙ্গ, স্থান আহারের ইচ্ছা–অনিচ্ছা, নিদ্রা, ঘাম, মানসিক, শারীরিক, পরিকাঠামো চারিত্রিক বৈশিষ্ঠ, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রতা– যদি কোন অদ্ভুত লক্ষন থাকে, পূর্বের কোন লক্ষণ, পিতামাতা বা বংশের ইতিহাস আছে কিনা এই সব বিচার করে ওষুধ নির্বাচন ও পোর্টেন্সি নির্বাচন করতে হবে। তাহলে সঠিকভাবে রোগ আরোগ্য সম্ভব।

এইবার আসা যাক যোগ, ন্যাচারোপ্যাথি দিয়ে কিভাবে করোনা প্রতিরোধ করা যায়। যোগ, ন্যাচারোপ্যাথির মূল কথা দেহ থেকে টকসিন মুক্ত করা– বায়ু, পিত্ত, কফের সমতা এবং রক্তের অম্ল ও ক্ষারত্বের অনুপাত বজায় রাখা। কি কি নিয়ম পদ্ধতি মেনে চললে এগুলি বজায় থাকবে সেগুলি দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগের মাধ্যমে শরীরে ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়ায়। কয়েকটি আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম, ষটকর্ম, ধ্যান– যেমন ধনুরাসন, হলাসন, অর্ধকূর্মাসন, শশাঙ্গাসন, ভূজঙ্গাসন, শভভাসন, সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যাসন, সুপ্ত বজ্রাসন, পশ্চিমোত্থানাসন, যোগমুদ্রা, মহামুদ্রা, কপালভাতি, কুম্ভক, রেচক ধ্যান করা ইত্যাদি। ষটকর্মের মধ্যে বমন, বিরোচন, নাসাপান। এছাড়া শারীরিক অসুবিধার উপর নির্ভর করে সপ্তাহে একদিন ডুস, পনের দিন অন্তর একদিন স্বল্প উপবাস, (ধর্মীয় কারণে উপবাস ও শারীরিক কারনে উপবাসের তফাত আছে) শারীরিক লক্ষণ অনুযায়ী উষ্ণপাদ স্নান, জলের পটি, মাটির পটি, শুকনো কাপড়ে ঘর্ষণ– সূর্য স্নান। বর্ণ চিকিৎসা, শব্দ চিকিৎসা, গন্ধ চিকিৎসা, স্পর্শ চিকিৎসা, মর্দন ইত্যাদি। তবে ঠিকঠাক নিয়ম মেনে চিকিৎসক বা গুরুর পরামর্শ মেনে কোনটা উপচিতি– কোনটা অপচিতি বিচার বিশ্লেষণ করে প্রয়োগ করতে হবে। এবার আসা যাক খাদ্য ও পথ্যতে। প্রত্যহ সকালে খালি পেটে দুদিন লেবু জল, দুদিন চিরতার জল, দুদিন ত্রিফলার জল, একদিন চুনের জল সপ্তাহের মধ্যে প্রতিদিন সকালে অঙ্কুরিত ছোলা বাদাম, মুগ কড়াই, রসুনের একটি কোয়া, কাঁচা হলুদ, আদা স্যুট, আমলকি মধু ইত্যাদি। টিফিনে যব ছাতু, ভুট্টা মিলিয়ে খাওয়া। মধ্যাহ্ন ভোজনে স্যুপ, কোনও একটা শাকপাতা খাওয়া– পাঁচ মেশালি সব্জির তরকারি, ভাতের সাথে স্যালাড খাওয়া, ১২টার মধ্যে মধ্যাহ্ন ভোজন করা দরকার। ভোজনের পর তিন মিনিট বজ্রাসনে বসা। মুখে এক টুকরো হরিতকী বা আদা স্যুট চুষে খাওয়া দরকার। বিকালে কিছু ফল তার সাথে কিছু কিসমিস, পেস্তা, শুকনো খেজুর ইত্যাদি। রাত্রে হালকা খাবার। রুটি খাওয়া ভাল, রাত্রে আধ পোয়া দুধের সাথে সিকে চামচ গুড়ো হলুদ মিশিয়ে খেতে হবে। ঘুমোনোর পূর্বে কিছু মহাপুরুষের জীবনী বা ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ ও তিন মিনিট গোমুখা আসন করে ঘুমিয়ে পড়া। এই সকল নিয়ম পদ্ধতি মেনে চললে সুস্থ সবল নিরোগ দেহে বহুদিন বেঁচে থাকা যায়। শরীরে উৎপাত কমানো যায় ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার।

রাস্তা সংস্কারে বাধা কাটোয়ায় আন্দোলনে ডিওয়াইএফআই

দেবাশিস রায় : গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ বেহাল রাস্তা সংস্কারে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তীব্র অর্থ সংকট। পঞ্চায়েত তো বটেই, পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষেও ২ কিমি রাস্তা সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান দেওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে, রাস্তা সংস্কার না হওয়ায় এই বর্ষায় এলাকার হাজার খানেক বাসিন্দার দুর্ভোগ আরও বেড়েছে। এদিকে, দুর্ভোগের মধ্যে পড়া ভুক্তভোগী মানুষের ক্ষোভকে হাতিয়ার করেই ডিওয়াইএফআই রাস্তা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনে নেমে পড়ল।

পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির অধীন পলসোনা গ্রাম পঞ্চায়েতের কুয়ারা গ্রামের ডাঙাপাড়া প্রাইমারি স্কুল থেকে বটতলা প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত প্রায় ২ কিমি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। এই রাস্তাটিই সংস্কারের দাবিতে ২১ জুন রবিবার ডিওয়াইএফআই–এর পক্ষ থেকে কুয়ারা গ্রামে আন্দোলন কর্মসূচি পালিত হল। সংগঠনের জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য অমিত কুমার মণ্ডলের নেতৃত্বে কর্মী–সমর্থকরা এদিন ওই গ্রামের জলকাদাময় রাস্তায় সার ছড়িয়ে, ধানের চারা রুইয়ে প্রতীকী প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি মিছিল করে অবিলম্বে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে সরব হলেন।

বাম যুব নেতা অমিত কুমার মণ্ডল বলেন, কুয়ারা গ্রামের এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি বছরের পর বছর সংস্কারের কীভাবে যে বেহাল হয়ে থাকে ? প্রশাসনের কাছে একাধিকবার ডেপুটেশন সহ দাবি জানালেও এই রাস্তাটি সংস্কারে কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকার নাকি রাজ্যব্যাপী উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দিয়েছে। এই কি উন্নয়নের নমুনা? এই রাস্তাটি প্রশাসন অবিলম্বে সংস্কারে উদ্যোগী না হলে সাধারণ মানুষকে নিয়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে আমরা নামব।

তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত কাটোয়া ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিষাদ সামন্ত এদিন বিকেলে মোবাইল ফোনে এবিষয়ে বলেন, কুয়ারা গ্রামের প্রায় ২ কিমি ওই রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে থাকায় মানুষের খুবই অসুবিধা হচ্ছে আমি জানি। কিন্তু, পঞ্চায়েত সমিতির একার পক্ষে এতটা রাস্তা সংস্কারের মতো টাকা নেই। তাই আমি জেলা পরিষদের কাছে এনিয়ে একটা প্রস্তাব পাঠিয়েও দিয়েছি। না হয়, আরও একবার জেলা পরিষদের কাছে দাবি জানাব।

পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি দেবু টুডু এদিন টেলিফোনে বলেন, রাজ্যজুড়ে বাস্তবিকই উন্নয়ন হয়েছে। বিরোধীরা চোখে দেখেও মানতে চায় না। কিছু সময় আগে পরে সব রাস্তারই সংস্কারের কাজ হবে। কুয়ারা গ্রামের রাস্তা সংস্কার বিষয়ে আমি কাটোয়া ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির কাছে খোঁজ নেব।

কেউটে উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্ষার শুরুতেই শুরু হয়ে গিয়েছে সাপের উপদ্রব। জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাশত গ্রাম পঞ্চায়েতের মুকুন্দপুর গ্রাম থেকে বুধবার দুপুরে উদ্ধার হলো সাত থেকে আট ফুটের একটি বড় কেউটে সাপ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মুকুন্দপুর খালে মাছ ধরার জাল পেতে ছিল কয়েকজন গ্রাম বাসী। আর সেই জালে মাছের বদলে ধরা পড়ে একটি কেউটে সাপ। এরপরে গ্রামবাসীরা কিছুটা ভীত হয়ে মথুরাপুর বিট অফিসের সাথে যোগাযোগ করে। মথুরাপুর বিট অফিসার সনাতন সরদার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে সাপটিকে উদ্ধার করে। তিনি বলেন,এটি নাজা প্রজাতির কেউটে সাপ। আমফানের পরে বহু ঘরবাড়ি ভেঙে যাওয়ায় সাপের আস্তানা নষ্ট হয়ে যায় তাই এদিক ওদিকে লোকালয়ে সাপের উপদ্রব বেড়ে গিয়েছে। এদিনের উদ্ধার হওয়া সাপ টি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। সাপটিকে উদ্ধার করে বারুইপুর রেঞ্জ অফিসে পাঠানো হয়েছে।

আন্তর্জাতিক বিধবা দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ২০১১ সালে ২৩ জুন আনুষ্ঠানিক ভাবে আন্তর্জাতিক বিধবা দিবস হিসাবে গৃহীত হয়, এবং গ্যাবনের রাষ্ট্রপতি আলি বনগো ওন্ডিম্বার প্রস্তাবিত সর্বসম্মত প্রশংসা দ্বারা সমর্থন করে । পাশাপাশি ২৩ শে জুন আনুষ্ঠানিক আন্তর্জাতিক বিধবা দিবস ভাবে পালনের দিন হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার সাথে, এই সংস্থার প্রস্তাবটিতে সদস্য দেশসমূহ, জাতিসংঘের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক সংস্থাগুলিকে বিধবা ও তাদের শিশুদের পরিস্থিতির দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়।

একই সাথে বিধবা নারীদের জীবন থেকে যৌন নির্যাতন ও শোষণের ঝুঁকি দূর করা এবং সম্পদ ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা অর্জনে বাধা দূর করা দিনটি উদযাপনের উদ্দেশ্য। এমনই প্রেক্ষাপটে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের ঝড়খালি অঞ্চলে ৮০ জন ব্যাঘ্র বিধবা মায়েদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল আন্তর্জাতিক বিধবা দিবস। এদিন ৮০ জন বিধবা মা শপথ গ্রহণ করেন যে নদী বাঁধের রক্ষার কাজে হাত লাগিয়ে সুন্দরবনকে বাঁচাতে হবে। পাশাপাশি তাঁরা প্রমাণ করতে চান যে তাঁরা অবহেলিত বা পিছিয়ে নেই। তাঁরাও কিছু করে দেখাতে পারে এবং সমাজে মাথা উঁচু করে যাতে বাঁচতে পারেন। ঝড়খালি সবুজ বাহিনী দীর্ঘদিন ধরে সুন্দরবনের বিধবা মহিলাদের উন্নয়নের কাজে এগিয়ে এসেছেন এদিনও তারা আন্তর্জাতিক বিধবা দিবস পালনের মধ্য দিয়ে সুন্দরবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ দেখালেন। ঝড়খালি সবুজ বাহিনীর সদস্য প্রশান্ত সরকার বলেন, বিধবা মায়েরা যাতে করে অবহেলা না থাকেন তার জন্য আমরাও তাঁদের কাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে তাঁদের পাশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি।

ভাঙন রুখতে এবার খেজুর–তাল গাছ

নিজস্ব প্রতিনিধি : নদীবাঁধের ভাঙন রুখতে সুন্দরবনের নদীবাঁধের পাড়ে ম্যানগ্রোভের পাশাপাশি এবার খেজুর গাছ রোপণ শুরু হয়েছে। সাম্প্রতিক 'আম্ফান' ঝড় থেকে শিক্ষা নিয়ে খেজুর এবং তাল গাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। এবং এই কাজটি করা হচ্ছে 'একশো দিনের কাজ' এর মাধ্যমে।

সাম্প্রতি আম্ফান ও বুলবুল,ফণী ঝড়ে প্রচুর বড় বড় গাছ উপড়ে পড়েছে। তাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছা, এবার সুন্দরবনে ঝড় সইতে পারে এমন–সব গাছ লাগাতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর সেই ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে আপাতত খেজুর গাছ রোপণ শুরু হয়েছে ক্যানিং–১ নম্বর ব্লকের নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। সোমবার রথের দিন থেকে শুরু হয়েছে এই কাজ। এদিন মতলা নদীর বাঁধে সাড়ে তিন'শো খেজুরের চারাগাছ লাগানো হয়েছে। এরপর তালগাছ এবং তাল পাকলে তালে বীজ বপন করা হবে। জেলার এমজিএনআরজিএ দপ্তরের জেলা আধিকারিক সৌরভ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন 'বাস্তবে দেখা গেছে এবারের ঝড়ে খেজুর এবং তাল গাছ কিন্তু উপড়ে পড়েনি। এইসব শাখাপ্রশাখাহীন দন্ডায়মান গাছের শিকড় মাটির অনেক গভীরের নীচ পর্যন্ত পৌঁছায়। মাটিকে শক্তপোক্ত ভাবে ভালো করে আঁকড়ে ধরে রাখে। অনেকটাই ম্যানগ্রোভের মতো। সেই কারণে তাল–খেজুরের উপরেও জোর দেওয়া হয়েছে। এইসব তাল–খেজুর গাছ বাঁধ রক্ষায় ভাল কাজ করবে।'

জেলা প্রশাসনের নির্দেশে নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত 'একশো দিনের কাজে'যুক্ত শ্রমিকদের দিয়ে গ্রামের বিভিন্ন জায়গায়, বাড়ির আনাচে–কানাচে থেকে বিভিন্ন বয়সের চারাগাছ সংগ্রহ করে এনে নদী বাঁধের ধারে ধারে রোপণ

করছে। এই কাজের দায়িত্বে থাকা 'এমজিএন আরইজিএ' দপ্তরের জেলা প্রতিনিধি জয়দের দাস জানিয়েছেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অধীনে থাকা সুন্দরবন অধ্যুষিত ক্যানিং১, ক্যানিং–২, গোসাবা, বাসন্তী, কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা, সাগর–সহ ১৩ টি ব্লকে নদীর ধারে ধরে এই কর্মসূচির কাজ চলছে। বাঁধ ছাড়াও রাস্তার দু'ধারের এই ধরণের গাছ লাগানো চলছে। এতে একদিনে যেমন সৌন্দর্যায়ন বাড়বে অন্যদিকে তেমনি রাস্তার ভাঙনও আটকাবে।

উল্লেখ্য, নদীবাঁধ ভাঙন রুখতে নদীর তীরে তাল এবং খেজুর বীজ রোপণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন প্রত্যন্ত সুন্দরবনের ঝড়খালি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'সবুজ বাহিনী'। বিগত ২০১৯ সালে অক্টোবর মাসে প্রায় ৫ কিলোমিটার নদী বাঁধে তাল ও খেজুর বীজ রোপণ করার সময় অনেকে হাসিঠাট্টা করেছিলেন এমন কাজের জন্য। বর্তমানে নদীবাঁধ ভাঙন রুখতে কিংবা বাজ পড়া রুখতে তাল কিংবা খেজুর গাছের জুড়ি মেলা ভার। ফলে বিগত দিনের সেই রহস্য আজ বাস্তবে বাঁচার জন্য এক নবদিগন্ত। ফলে খুশি ঝড়খালি সবুজ বাহিনীর মহিলারা।

রথেও রাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার : রাজ আমলের নিয়ম মেনে রথের আদলে সুসজ্জিত যানের দড়ি টেনে মঙ্গলবার মদনমোহন মন্দিরের রথ যাত্রার সূচনা হবে। সমস্ত নিয়মরীতি মেনে পুজো হলেও বাতিল করা হয়েছে সমস্ত রকম অনুষ্ঠান।

১৮৮৯ সালে মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ আমলে মদনমোহন মন্দির স্থাপনের পর থেকে রাজ আমলের নিয়ম রীতি মেনে মদনমোহনের রথযাত্রা হয়ে আসছে। রাজ আমলের প্রথা অনুযায়ী দুয়ার বক্সী রথের দড়ি টেনে এবার রথযাত্রার সূচনা করতেন। মদনমোহন মন্দির থেকে গুঞ্জাবাড়ির ডাঙরাই মন্দিরে যাওয়া ও আসার সময় রথের দড়িতে টান দিত দর্শনার্থীরা। রথ উপলক্ষে গুঞ্জাবাড়ি এলাকায় বসত মেলা। ৭ দিন ধরে চলত ভাগবত পাঠ, কীর্তন দর্শনার্থীদের প্রবেশ ছিল অবাধ।

আগামী ২৩ শে জুন বিকেল ৫ টায় গুঞ্জবাড়ি ডাঙরাই মন্দিরে তার মাসির বাড়ি যাবে মদনমোহন এবং ৭ দিন পর আগামী ৩০ শে জুন বিকেলে সেখান থেকে মদনমোহন মন্দির ফিরবেন তিনি।

তবে এবছর করোনা আবহে লকডাউনের কারণে এবছর রথযাত্রায় রাজ আমলের নিয়ম রীতি মেনে পুজো আচ্ছা হলেও বাদ দেওয়া হয়েছে সমস্ত ধরনের অনুষ্ঠান। কাঠের রথের বদলে থাকছে রথের আদলে সুসজ্জিত যান। তাতে করেই এবছর মদনমোহন ঠাকুর যাবেন তার মাসির বাড়ি। প্রথা মেনে দুয়ার বক্সী অজয় কুমার দেব বক্সী, ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি তথা জেলাশাসক পবন কাদিয়ান রথের দড়ি টেনে রথ যাত্রার সূচনা করলেও রথের দড়িতে দর্শনার্থীদের লাগাম টানা হয়েছে। এবছর ডাঙরাই মন্দিরে ভাগবত পাঠ, কীর্তন ও মেলা বন্ধ রাখা হয়েছে। দূর থেকে দর্শনার্থীরা মদনমোহন কে প্রণামের অনুমতি দিলেও দর্শনার্থীদের প্রবেশ এর উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড।

কেন্দ্র–রাজ্যের এবার কী ১২ কিলোগ্রাম চাল?

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের রেশন বন্টনে দুর্নীতির অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে রাজ্য বিজেপি'র দায়ের করা 'জনস্বার্থ মামলা'য় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে রাজ্যের তরফে হলফনামা জমা দেওয়া হয়। হাইকোর্টে পেশ করা রাজ্যের হলফনামায় দাবি করা হয়েছে, রাজ্যে রেশনগ্রহীতাদের মাসিক রেশন পেতে এখন কোনও অসুবিধা নেই। লকডাউন পিরিয়ডে রেশনগ্রহীতাদের সমহারে চাল বন্টন করা হয়েছে এবং এখনও তা জারি রয়েছে। যাদের ডিজিটাল কার্ড নেই, রাজ্য সরকার তাদের জন্যও কুপনের ব্যবস্থা করেছে। এ পর্যন্ত ইস্যু করা ছয় ধরনের (এএওয়াই, পিএইচএইচ, এসপিএইচএইচ, আরকেএসওয়াই–১, আরকেএসওয়াই–২ এবং 'স্পেশাল ট্রাইবেল' কার্ড) ডিজিটাল রেশন কার্ডের ভিত্তিতে ৯ কোটি ৯৫ লক্ষ ডিজিটাল রেশন কার্ড হোল্ডারদের মাসিক রেশন দেওয়া প্রক্রিয়া জারি রয়েছে। এবং যাদের রেশন কার্ড নেই এরকম ৬৬ লক্ষ ১৪০ হাজার ৯৫ জনের জন্য বড়ো আকারের কুপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত মে মাস থেকে গত তিন মাস ধরে মাথা পিছু পাঁচ কিলো চাল দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া রেশন দুর্নীতি রুখতে কড়া ব্যবস্থা নিয়েছে রাজ্য। তবে রাজ্যের রেশন বন্টন নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ এবং রেশন–বন্টন ঘিরে মানুষের একাধিক বিক্ষোভের কারণ খুঁজতে বিজেপির তরফে সপ্তর্ষি চৌধুরীর দায়ের করা জনস্বার্থ মামলায় রাজ্যের এই রিপোর্টের প্রেক্ষিতে প্রশ্ন তুলেছেন মামলাকারীর আইনজীবী তরুণজ্যোতি তেওয়ারী। তার দাবি, রাজ্য সরকার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে জানিয়েছে, ডিজিটাল রেশন কার্ডের কাজ ১০০ শতাংশই শেষ হয়ে গিয়েছে। যদি তাই হয় তাহলে এই ৬৬ লক্ষ ৪০ হাজার ৯৫ জনের কুপন ইস্যু করতে হলো কেন?

পাশাপাশি তার আরও প্রশ্ন, কেন্দ্রীয় সরকার মাথাপিছু পাঁচ কিলোগ্রাম চাল দিয়েছে, রাজ্য দিয়েছে মাথা পিছু সাত কিলোগ্রাম করে চাল। তাহলে সবাই কি ১২ কিলোগ্রাম করে চাল পেয়েছে? এছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় রেশন দুর্নীতি নিয়ে যে অভিযোগ উঠেছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য বলছে, অভিযোগ জানানোর জন্য 'টোল ফ্রি'– (১৮০০–৩৪৫–৫৫০৫ অথবা ১১৬৭) চালু করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষের অভিযোগ, রাজ্যের দাখিল করা নম্বরে তারা অভিযোগ জানাতে পারেনি।

এদিকে, কলকাতা হাইকোর্টে রাজ্যের খাদ্য দফতরের দাখিল করা হলফনামায় বলা হয়েছে, দুর্নীতির অভিযোগে ১৩ জন রেশন ডিলারসহ ৪৫জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জমা পড়া হলফনামা জানিয়েছে রাজ্য। ৭৬ জনের লাইসেন্স সাসপেন্ড হয়েছে ৪৮টি ক্ষেত্রে জরিমানা ও ৫১৩টি ক্ষেত্রে 'শো–কজ নোটিশ' দেওয়া হয়েছে।

বীরভূমে শহিদ স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: লাদাখ সীমান্তে চৈনিক সেনাদের অসতর্কিত আক্রমণে শহিদ হন দেশের কুড়িজন বীরসেনা। ১৭ জুন দুবরাজপুর বিজেপি কার্যালয়ে শহর মন্ডলের উদ্যোগে স্মরণসভা হয়। শহিদদের স্মরণে সন্ধ্যায় চিনপাই প্রয়াস ক্লাব প্রাঙ্গনে মোমবাতি জ্বালানো হয়। ১৮ জুন দুবরাজপুরে শোকমিছিল এবং তারাপীঠে মোমবাতি মিছিল করে বিজেপি। ২১ জুন সন্ধ্যায় খয়রাশোলে 'অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ', 'শৈলজানন্দ ফাল্গুনী স্মৃতি মহাবিদ্যালয়' ছাত্রশাখার পক্ষ থেকে চিনের রাষ্ট্রপতি জিনপিংয়ের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। চিনাদ্রব্য বয়কটের ডাক দিয়ে ধিক্কার মিছিল হয়।

করোনার অ্যান্টিবডি টেস্টে কলকাতা পুরসংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি : নোভেল করোনা ভাইরাসের (কোভিড–১৯) 'অ্যান্টিবডি' টেস্ট ও লালারসের নমুনা পরীক্ষার উপযোগী নিজস্ব কোভিড–১৯ ল্যাব তৈরি করতে চলেছে কলকাতা পুরসংস্থা। গত ১৬ জুন পুর স্বাস্থ্য দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসনমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য অতীন ঘোষ সাংবাদিকদের একথা জানিয়ে বলেন, রাজ্য সরকারের পরীক্ষাগার উপদেষ্টা স্বয়ং এই ল্যাবরেটরি নির্মাণের জন্য কলকাতায় পুরসংস্থার অধীনস্থ একটি স্থান নির্বাচন করেছেন। ওই ল্যাব কিরকম হবে, তার প্রাথমিক ডিজাইন তৈরি হয়েছে। সমীক্ষার কাজ চলছে। যারা এই ধরনের আধুনিক ল্যাব তৈরি করে তাদের সঙ্গেও আলোচনা হচ্ছে। অতীনবাবু সাংবাদিকদের আরও বলেন, আসলে আগামীদিনে কলকাতা পুরসংস্থা নিজেরাই 'কোভিড–১৯' 'অ্যান্টিবডি' টেস্ট করতে চায়। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আগামী তিন মাসের মধ্যে এই ল্যাবরেটরি তৈরি হয়ে যাবে আশা রাখি। 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর মেডিক্যাল রিসার্চ' (আইসিএমআর) ও রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর অনুমোদন দিলে করোনা নির্ণয়ের লালারসের নমুনা পরীক্ষাও এই ল্যাবে করা হবে।

এদিকে, জুনের চতুর্থ সপ্তাহে কলকাতা পুরসংস্থার ১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে দক্ষিণ–পশ্চিম কলকাতার জোকাস্থিত ১৪২ ও ১৪৪ নম্বর ওয়ার্ড দু'টি বাদে অবশিষ্ট কলকাতার কমবেশি সব ওয়ার্ডেই মিলেছে কোভিড–১৯ আক্রান্তের খোঁজ।আবার ১৪২টি ওয়ার্ডের করোনা প্রকোপ রয়েছে অত্যাধিক। গত জুন পর্যন্ত কলকাতা পুর এলাকায় মোট জন কোভিড–১৯ পজিটিভ কেসের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। যার মধ্যে চিকিৎসাধীন রয়েছে জন। প্রসঙ্গত, রাজ্যের মোট করোনা আক্রান্তের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ শুধু কলকাতা পুর এলাকাতেই।

রক্তদান শিবিরে বৃক্ষরোপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি'র বীরভূম জেলার উদ্যোগে গত ২২ জুন সকালে সিউড়ি দলীয় কার্যালয়ে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হলো। লাদাখ সীমান্তে শহিদ রাজ্যের দুই বীরসেনার প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে একমিনিট নীরবতা পালন করা হয়। রক্তদাতাদের হাতে গাছের চারা,মাস্ক,হ্যান্ড স্যানিটাইজার তুলে দেওয়া হয়। বীরভূম জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ চেয়ারম্যান ড. প্রলয় নায়েক, জেলাপরিষদের মেন্টর অভিজিৎ সিনহা, 'পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি'র বীরভূম জেলা সভাপতি অরিন্দম বোস সহ শিক্ষক শিক্ষিকারা উপস্থিত ছিলেন। বীরভূম জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের উদ্যোগে ১৭ জুন সিউড়ি বিদ্যাসাগর ভবনে বৃক্ষরোপন ও রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হলো। লাদাখ সীমান্তে নিহত বীরসেনা রাজেশ ওঁরাও–র প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মৎস্যমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। বীরভূম জেলা প্রাথমিক

বিদ্যালয় সংসদ চেয়ারম্যান ড. প্রলয় নায়েক,অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুবিমল পাল, জেলাপরিষদের মেন্টর অভিজিৎ সিনহা,বিদ্যালয় পরিদর্শক লক্ষ্মীধর দাস সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। রক্তদাতাদের হাতে গাছের চারা,মাস্ক,স্যানিটাইজার তুলে দেওয়া হয়।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ৬৭ তম বলিদান দিবস

সুভাষ চন্দ্র দাশ : মঙ্গলবার সকালে ক্যানিংয়ে পালিত হল ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর বলিদান দিবস। এদিন সকালে ক্যানিং ১ মন্ডল বিজেপি আয়োজিত ক্যানিং রেলওয়ে ষ্টেশন সংলগ্ন বিজেপি পার্টি অফিসে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ৬৭ তম বলিদান দিবস পালিত হয়। ক্যানিং ১ মন্ডল সভাপতি দেবু নস্কর ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানান। অন্যান্য বিশিষ্ট বিজেপি কর্মীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি কর্মী সিকান্দর সাহানী সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।এদিন ডঃ মুখার্জীর জীবন ও আত্মবলিদান দিবস সম্পর্কে এক বিশেষ আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়।আলোচনা সভায় উপস্থিত বিজেপি কর্মীদের কে ডঃ মুখার্জীর আত্মবলিদান সম্পর্কে বিশেষ ভাবে সচেতন করা হয়। উল্লেখ্য সাল টা ১৯৫৩। ভারত ভূখন্ডের কাশ্মীরে শেখ আব্দুল্লার ন্যাশনাল কনফারেন্স সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। জম্মু প্রজা পার্টির আন্দোলনের কারণে কাশ্মীর সরকারের সাথে সংঘাতের সৃষ্টি হয়। আন্দোলনকারীদের উপর কাশ্মীর সরকারের নির্যাতনের খবর আসে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কানে। এই নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নেহেরু ও শেখ আব্দুল্লার সাথে তাঁর চিঠি বিনিময় হয় এবং মতান্তর হয়।

৮ই মে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আব্দুল্লা কে টেলিগ্রামে জানালেন তিনি কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন এবং সম্ভব হলে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে আব্দুল্লার সাথে দেখা করবেন। এর এক কপি তিনি নেহেরুকে ও পাঠিয়ে দেন। যদিও নেহেরুর তরফ থেকে কোনও উত্তর মেলেনি।

কাশ্মীরে প্রবেশের জন্য ভারত সরকারের অনুমতি প্রয়োজন হতো। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঠিক করলেন অনুমতি ছাড়াই তিনি কাশ্মীরে প্রবেশ করবেন। অতঃপর ৯ মে কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন। সহযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন গুরুদত্ত বৈদ্য, টেকচন্দ্র, বলরাজ মাধক এবং অটল বিহারী বাজপেয়ী।

১১ মে তিনি পাঠানকোর্ট পৌঁছান। গুরুদাসপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জানিয়ে দেন পারমিট না থাকলেও তাঁকে কাশ্মীরে যেতে দেওয়া হবে। কয়েকজন সহযাত্রী নিয়ে তিনি মাধেপুর চেকপোষ্ট পর্যন্ত পৌঁছে যান। এরপর রাভি নদীর সেতু পারাপার হওয়ার আগেই কাশ্মীরের চিফ সেক্রেটারি ও পুলিশের আইজি তাঁকে কাশ্মীরের সরকারের Public Security Act অনুযায়ী গ্রেপ্তার করেন। সেখানে 'পারমিট' আইন অমান্য করার কোনো উল্লেখই ছিল না।

ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর কাশ্মীর সরকার অর্ডিন্যান্স জারি করে 'পারমিট' আইন করেন। সুতরাং যে সময় শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীরে প্রবেশ করে তখন কাশ্মীর সরকারের 'পারমিট' আইনের কোনো অস্তিত্বই ছিলো না। তাঁকে যদি গ্রেপ্তার করতেই হতো তবে তা ভারত সরকারের পারমিট আইন অনুযায়ী করা উচিত ছিলো। তবে কেনই বা তাঁকে কাশ্মীরে প্রবেশের আগে গ্রেপ্তার করা হলো না বরং অযাচিত ভাবে কাশ্মীরে প্রবেশের জন্য সহায়তা করা হলো? এমনই অসংখ্য বিতর্ক রয়েই গেছে ইতিহাসের পাতায়।

তাছাড়াও কারণটা ভূখন্ড কাশ্মীর রাজ্য সুপ্রিম কোর্টের আওতার বাইরে। ভারত সরকারের অনুমতিতে আইনে গ্রেপ্তার করতে বিচারের জন্য তাঁকে দিল্লি ফেরত পাঠাতে হত।

১১ মে শ্যামাপ্রসাদ গ্রেপ্তার হওয়ার পরে প্রায় চল্লিশ দিন তিনি বন্দী অবস্থায় ছিলেন। তাঁকে যে স্থানে বন্দী রাখা হয়েছিল সেটি শহর থেকে প্রায় ৮ মাইল দূরে। যে কুটিরে তাঁকে রাখা হয় তা ক্ষুদ্র অপরিসর। ১০/১২ ফুটের একটি কামরা। সেখানে তাঁরা তিনজন বন্দী ছিলেন। কামরার বাইরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। চিকিৎসার কোনও পর্যাপ্ত ব্যবস্থাও ছিল না। টেলিফোনের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। শ্রীনগর থেকে আসা চিঠিপত্র পেতে প্রায় সপ্তাহখানেক লেগে যেতো।

২৪ মে নেহেরু বিশ্রামের জন্য শ্রীনগরে ছুটি কাটাতে আসেন। সেখানে ডঃ শ্যামাপ্রসাদের সাথে দেখা করার সামান্য সৌজন্যতাটুকুও তিনি দেখাননি।

৩ জুন তাঁর পায়ের ব্যথা শুরু হয়

। ৬ জুন থেকে ব্যথা বাড়ে। সাথে জ্বর শুরু হয়। এর পর থেকেই তাঁর ওজন কমে যাচ্ছিল এবং তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। ২০ জুন ডাঃ আলি মহম্মদ ও অমরনাথ রায়না তাঁর চিকিৎসা করেন। পরে চিকিৎসকরা জানান ড্রাই প্লুরিসির জন্য তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছে। এজন্য তাঁর আপত্তি সত্ত্বেও তাঁকে Streptomycen ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। যা তাঁর শরীরের পক্ষে বিপজ্জনক বলে তাঁর পারিবারিক চিকিৎসক জানিয়েছিলেন।

২১ জুন তার বুকের ব্যথা অত্যন্ত হারে বেড়ে যায়। কিন্তু ডাঃ আলি তাঁকে দেখতে আসার প্রয়োজন বোধ করেননি। ২২ তারিখ তাঁকে নার্সিংহোমে না নিয়ে গিয়ে হাসপাতালের স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। এইসময় তাঁকে পুলিশ প্রহরায় বন্দীর মতো করে রাখা হয়। ২০ তারিখ তাঁর প্লুরিসি রোগ নির্ধারণ করা হলেও ২০ থেকে ২২ তারিখ পর্যন্ত তাঁকে নার্সিংহোমে পাঠানো হয়নি। এমনকি তাঁর কোনোরকম প্যাথলজিক্যাল টেস্টও করা হয়নি। ২৩ জুন ভোর ৩ টা ৪০ মিনিটে মহামানব ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মহা প্রয়াণ হয়।

মৃত্যুর প্রায় দুঘন্টা পর পৌনে ছটার সময় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ৭৭ নং বাড়িতে বিচারক রামপ্রসাদ রায় কে টেলিফোনে শ্যামাপ্রসাদের হার্ট অ্যাট্যাকে মৃত্যুর খবর জানানো হয়।

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পর তাঁর মা যোগমায়া দেবী শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর তদন্তের জন্য কমিশন গঠনের আর্জি জানিয়েছিলেন নেহেরুকে। নেহেরু সরাসরি না করে দেন। বিপক্ষের সবকটি দল কমিটির গঠনের পক্ষে দাবি তুললেও নেহেরু তা মানতে চাননি। বন্দী অবস্থায় শ্যামাপ্রসাদ ডায়েরি লেখালেখি করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর বহু আবেদন করেও সেই ডায়েরি ফেরত পাওয়া যায়নি।

এইভাবেই নেহেরু এবং শেখ আব্দুল্লার যৌথ চক্রান্তের বলি হয়ে শ্যামাপ্রসাদ গ্রেপ্তার হন অতঃপর মৃত্যুবরণ করেন।

একদা সার ও রসায়ন মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে আবেগপূর্ণ ভাষায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত বাঙাল উদ্বাস্তুদের দৈন্যদশার কথা তুলে ধরছেন।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভাষণের জবাব দিতে উঠলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। এবং নিজের বক্তব্যে বাঙালিদের নিয়ে কটাক্ষ করে বললেন যে – বাঙালিরা শুধু কাঁদতেই জানে!

ততদিনে কংগ্রেসের অনুমোদিত কমিটি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস রচনার জন্য কাজকর্ম শুরু করেছে। এবং তাদের মাথায় ঘুরছে অলিখিত নির্দেশ, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন যে শুধুমাত্র কংগ্রেসেরই অবদান, এই কথাটি ভালোভাবে গেঁথে দিতে হবে ভবিষ্যত প্রজন্মের মাথায়!

ব্যথিত শ্যামাপ্রসাদ তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু কালীচরণ ঘোষকে অনুরোধ করলেন, বাঙালিদের জন্য কলম ধরতে। কালীচরণ নিজেও ছিলেন একজন জাত – বিপ্লবী। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগারের লুণ্ঠনের সঙ্গে যুক্ত দুই পলাতক বিপ্লবী আনন্দ গুপ্ত এবং জীবন ওরফে মাখনলাল ঘোষাল প্রায় দুই মাস ধরে, পুলিশের নজর এড়িয়ে কালীচরণ ঘোষের বাড়িতে আত্মগোপন করে ছিলেন।

শ্যামাপ্রসাদের অনুরোধে কলম ধরলেন কালীচরণ। প্রায় দেড় দশক ধরে পরিশ্রম করার পরে, ১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হলো তাঁর বহুবিখ্যাত গ্রন্থ THE ROII OF HONOUR।

শ্যামাপ্রসাদ সেদিন আর ধরাধামে নেই। কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই জানেন THE ROII OF HONOUR বইটির গুরুত্ব, বহু অজানা অনামা বাঙালি বিপ্লবী সম্পর্কে জানার প্রধান অবলম্বন এই বই। শ্যামাপ্রসাদের অনুপ্রেরণায় এইভাবেই বাঙালি বিপ্লবীদের আত্মবলিদান স্বীকৃতি পেয়েছিল।

এই ইতিহাস বাঙালি আজ জানে না। ঠিক যেমন ভাবে জানে না, নৌবাহিনীর সদস্য এবং কোচিন বিদ্রোহের জেরে ফাঁসির আদেশপ্রাপ্ত বাঙালি বিপ্লবী মানকুমার বসু ঠাকুরের দাদা, দেবকুমার বসু ঠাকুর, তাঁর ভাইকে বাঁচাতে শরণাপন্ন হয়েছিল ডঃ শ্যামাপ্রসাদের নিকট। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মহীশূর রাজ্যের চিফ সেক্রেটারির মাধ্যমে সেনা কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে মানকুমার বসু ঠাকুরকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন।

৬৭ তম মহাপ্রয়াণ বার্ষিকী তে বাঙালি জাতির পরিত্রাতা এই মহামানব আজও জীবিত -------

রাজেশের বাড়িতে কর্নেল

নিজস্ব প্রতিনিধি : লাদাখের গালওয়াল উপত্যকায় ১৫ জুন রাতে ভারতীয় সেনাদের উপর অসতর্কিত আক্রমণে শহিদ হন ভারতের কুড়িজন বীরসেনা। তারমধ্যে বীরভূম জেলার বেলগড়িয়া গ্রামের রাজেশ ওঁরাও এবং আলিপুরদুয়ার জেলার বিপুল রায়। সেনা অফিসের পক্ষ থেকে ১৬ জুন ফোন করে রাজেশের পরিবারের হাতে পাঁচ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মন্ডল। শহিদ রাজেশকে শ্রদ্ধা জানান বিজেপি সাংসদ লকেট চ্যাটার্জী,সৌমিত্র খাঁ,খগেন মুর্মু,জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মন্ডল,কংগ্রেস সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী, বিধায়ক মিল্টন রশিদ,আব্দুল মান্নান,জেলা সভাপতি

রাজেশের পরিবারকে তাঁর মৃত্যুর খবর জানানো হয়। রাজেশের বাড়ি মহম্মদবাজার ব্লকের বেলগড়িয়া গ্রামে। ১৯ জুন সকাল দশটা নাগাদ শহিদ রাজেশ ওঁরাও–র দেহ গ্রামের বাড়িতে এসে পৌঁছায়। 'রাজেশ ওঁরাও অমর রহে' – এই ধ্বনিতে মুখরিত হয় আকাশ বাতাস। শহিদ রাজেশকে শেষবারের জন্য দেখতে রাস্তার দুপাশে উপচে পড়ে জনতার ঢল। পুলিশের পক্ষ থেকে আগেই ব্যারিকেড করা হয়েছিল। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে 'গান স্যালুট' দেওয়া হয়। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গ্রামে রাজেশের দেহ সমাধিস্থ করা হয়। সঞ্জয় অধিকারী,কৃষিমন্ত্রী আশীষ ব্যানার্জী,তৃণমূল বিধায়ক নীলাবতী সাহা,মঈনুদ্দিন শামস,জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মন্ডল,সিপিএম বিধায়ক শ্যামলী প্রধান,সুজন চক্রবর্তী সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ব্যাক্তিত্বরা। সিপিএমের পক্ষ থেকে রাজেশের পরিবারের হাতে একলক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। ২২ জুন রাজেশ ওঁরাও–র শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে ছিলেন কৃষিমন্ত্রী আশীষ ব্যানার্জী, জেলাশাসক মৌমিতা গোদারা বসু,পুলিশ সুপার শ্যাম সিং,কর্নেল ঋষিকেশ মিশ্র সহ সেনাবাহিনীর অফিসারেরা।

জয়হিন্দে অতিরিক্ত ২০ মিলিয়নের প্ল্যান্ট হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্ব কলকাতাবাসীদের আরও উন্নত পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহের লক্ষ্যে ধাপাস্থিত জয়হিন্দ জল প্রকল্পর মধ্যে দৈনিক ২০ মিলিয়ন গ্যালন পরিশোধিত ক্ষমতাসম্পন্ন একটি জলপ্রকল্প নির্মাণ করতে চলেছে কলকাতা পুরসংস্থা। গত ১৭ জুন কেন্দ্রীয় পুরভবনে পুরসংস্থার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম সাংবাদিকদের বলেন, এই প্রকল্প তৈরি হলে ধাপা এলাকার ৫৭–৫৯ এবং ১০৮ (চৌভাগা, আনন্দপুর, কসবা ইত্যাদি) ও ১০৯ (বৈষ্ণবঘাটা, পাটুলি, পঞ্চসায়র, মুকুন্দপুর, অজয়নগর, বুদেরহাট ইত্যাদি) নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা বিশেষত বিস্তীর্ণ বস্তিবাসীরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। পুরসংস্থার জলসরবরাহের দফতরের এক আধিকারিক জানান, এই জলশোধন প্রকল্প তৈরির জন্য ১২৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, পূর্ব কলকাতার 'জয়হিন্দ জলশোধন প্রকল্পে'র বর্তমান জলশোধন ক্ষমতা দৈনিক ৩০ মিলিয়ন গ্যালন।

ভুল শুধরাতে ফের ব্যর্থ

প্রথম পাতার পর

১৯৬২ সালে ভারত আক্রমণের মধ্যে দিয়েই চিন বুঝিয়ে দিয়েছিল বন্ধুত্ব সবার সাথে হয় না। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বারংবার চিন সফর বা চৈনিক দৌত্যের কথাও কোনও কোনও মহল থেকে ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এমতাবস্থায় এটাই বলা চলে কং আমলের বিষবৃক্ষ আজ ডানাপালা মেলছে লাদাখে চিনের ভারত ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশের মধ্যে দিয়ে। কংয়ের দোসর দলটিও তাতে সঙ্গত করে যাচ্ছে নিজস্ব স্টাইলে। যেভাবে চৈতন্যদেবের সাম্যবাদকে ছেড়ে মার্কস–অ্যাঙ্গেলস, লেনিন, স্তালিনের বিদেশি মতাদর্শের রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন অনেকটা তেমনভাবেই। স্বামী বিবেকানন্দের 'মুচি–মেথর আমার ভাই' সূচক শ্রেণিসংগ্রাম ছেড়ে রাশিয়া–চিনের পোস্টার বয় হয়ে উঠেছে তাঁরা।

বিদেশি মতাদর্শের পুজোপাঠ যে আমাদের দেশের মানুষ আর নিচ্ছেন না এটা কিন্তু প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে। এই বাংলায় ৩৪ বছরের শাসনকারীরা এখন মাত্র ৭ শতাংশ ভোট পাচ্ছেন। ক্রমেই ডায়নোসর থেকে বামন হয়ে উঠছে তাঁরা। ক্ষমতায় ফেরার মারাত্মক অভিলাষে হাত মিলিয়েছে এমন একটি দলের সঙ্গে যাঁদের এই সেদিন পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদের দালাল বলে গালমন্দ করা হত। সেই দলের প্রয়াত দুই প্রধানমন্ত্রীকে স্বৈরাচারী থেকে বফর্স গান্ধি কত কিছুই না অপবাদ দেওয়া হয়েছে। কালচক্রে পড়ে তাঁদের হাত ধরতে হচ্ছে ডুবন্ত অবস্থায়। এই হিপোক্রেসি আর ভারতবাসী মানছে না তা জেনেও।

লকডাউন কাগজে কলমে

প্রথম পাতার পর

তৃণমূল বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী বলেন, 'লকডাউন তো চলবেই। এটাকে তো তুলে দেওয়া হয়নি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে। সুফল তো নিশ্চয়ই কিছু পাওয়া যাবে। কারণ স্কুল, কলেজ, শপিং মল, সিনেমা হল, লোকাল ট্রেন ইত্যাদি বন্ধ থাকায় বহু মানুষই তো বাড়িতে আছেন। বাসে ভিড় কম, বাজারে, রাস্তা–ঘাটে ভিড় কম, রাস্তায় গাড়ি ঘোড়াও যথেষ্ট কম। অফিস বা কাছারিতে যাওয়ার দরকার ছাড়া কেউ সেভাবে বেরোচ্ছে না। গত একমাস ধরে দেখছি দশ এগারো জনের বেশি মানুষ মারা যাচ্ছে না। এটা তো তুলনামূলক একটা ইতিবাচক দিক।'

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার অবসরপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য পরিদর্শক অসিত চক্রবর্তী বলেন, 'যা পরিস্থিতি তাতে এগোলেও বিপদ, পিছোলেও বিপদ। লকডাউন না বাড়ালে আমাদের মতো এত বিপুল জনসংখ্যার দেশে সংক্রমণ নাগালের বাইরে চলে যেত। আবার এত দীর্ঘমেয়াদী লকডাউনের ফলে দিন আনা দিন খাওয়া শ্রমজীবী মানুষেরা এত ভয়াবহ দারিদ্রের শিকার হচ্ছে যে অনাহারে বহু মানুষের মৃত্যু হতে পারে। একদিকে আম্বানি আর একদিকে বিপিএল–এর লোকেরা এতদিন একটা ব্যালান্স নিয়ে চলছিল। এখন তো সর্বনাশ হয়ে গেল। আজ শুধু করোনা রোগী বিপন্ন নয়, ক্যান্সার, হার্টের রোগী সহ যে কোনও অসুখের রোগীরা আজ অসহায়।'

জনৈক সাংবাদিক মাবজুল চৌধুরী বলেন, 'আনলক ওয়ান–এর নিয়ম অনুযায়ী যেই রাজ্যে লকডাউন ঘোষণা তা মানুষ কতটা গ্রহণ করবে, বা সরকারি পর্যায়ে কিভাবে ব্যবহার হবে, সেটা নিয়ে তো কোনও অ্যানালিসিস বা বর্ণনা এখনও পরিষ্কার হয়নি। তবে এই পরিস্থিতির মধ্যে রাজ্য সরকার যেখানে পঞ্চাশ শতাংশ কর্মীকে দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পারছে, সেখানে বেসরকারি সংস্থাগুলি কর্মী ছাঁটাই করছে। সরকার যেখানে মানবিক মুখের পরিচয় দিচ্ছে, সেখানে বেসরকারি সংস্থাগুলো অসম্ভব অমানবিক পদক্ষেপ করছে। অথচ এরাই অধিকাংশই রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে মুনাফা লুটছে। আজকের এই আর্থসামাজিক পরিকাঠামোয় একটা অসম্ভব বিপন্নতা তৈরি হয়েছে। যা আগামী দিনের বহু মানুষের অসামাজিক কার্যকলাপ ও মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠবে।'

উল্টো চালে

প্রথম পাতার পর

ইতিমধ্যে এ রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিক ও বিরোধীদের থেকে এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির দাবি জানানো শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে রাজ্য তালিকা পাঠাতে উদ্যোগী হয়েছে। তবে সবটাই এখন কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে আসলে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল। কারণ কেন্দ্র এখন প্রকল্প রচনার ধরণ পাল্টে ফেলেছে। আগে প্রকল্পের পুরো টাকাটাই রাজ্য সরকারের নামে বরাদ্দ হত যা দলীয় রাজনীতি প্রচার ও প্রসারে কাজে লাগত। এখন কেন্দ্র বেশিরভাগ টাকাটাই সরাসরি সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দিচ্ছে। বর্তমানে যেটা পশ্চিমবঙ্গে চলছে তা হল তালিকা নিয়ে রাজনীতি। আমফানে যার ভুরি ভুরি হদিশ মিলেছে। পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়ে স্বজন পোষণের ভাইরাস। যে অভিযোগ একসময় হাতিয়ার ছিল তৃণমূল নেত্রীর সেই জীবাণুই এখন কুরে কুরে খাচ্ছে তাঁর দলকে। আর এই দলকে ভাইরাসমুক্ত করা সম্ভব নয় বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। সামনের বছর বিধানসভা নির্বাচন। আসল মতামত পাওয়া যাবে তখনই।

দুর্ঘটনার হাতছানি সিউড়ি আন্ডারপাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ি থেকে দুবরাজপুর যাওয়ার রাস্তায় বর্তমানে খানাখন্দে ভরা বৃষ্টি হয়ে জল জমে

বিপদসঙ্কুল সিউড়ি আন্ডারপাস। উপর দিয়ে গিয়েছে সাঁইথিয়া – অন্ডাল রেলপথ। নীচে সিউড়ি – দুবরাজপুর রাস্তায় অবস্থিত এই আন্ডারপাসটি। সরকারি ও বেসরকারি বাস,টোটো, অটো,চারচাকা গাড়ি,মোটরবাইক সহ কয়েকশো একাধিক যানবাহন প্রতিদিন যাতায়াত করে এই আন্ডারপাস দিয়ে। টোটোচালক স্বপন সাহা,সিউড়ি বড়বাগানের টোটোচালক সুকুমার দাস বলেন, 'খারাপ রাস্তা প্রতিদিন প্রাণ হাতে করে যাত্রী নিয়ে যাতায়ত করি।' রবিলাল সোরেন,সিউড়ি বড়বাগানের অমরজিৎ দাস বলেন, 'ঘুরে যাওয়ার সময় থাকে না বলে বাধ্য হয়ে বিপদ হাতে করে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করি।' কবে হাল ফিরবে এই আন্ডারপাসের জানতে চায় জেলাবাসী।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২০ জুন মাঠে কাজ করার সময় বাজ পড়ে মারা গেলো মাদিয়ান গ্রামের সাধন লেট। ২৯ মে সকালে কাপসুন্দি গ্রামে মাঠে ধান গোছানোর সময় বাজ পড়ে মারা যায় জানমহম্মদ মল্লিক ও সাহামুদ্দিন শেখ নামে ২ গ্রামবাসী। ২৫ মে বিকালে বাজ পড়ে মারা গেলো বেলসারা গ্রামের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী পথিক দাস। জখম হয়ে চারজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুটি গবাদি পশু বজ্রাঘাতে মারা যায়।

পঞ্চায়েতে স্বজনপোষণ

প্রথম পাতার পর

সমস্ত মহকুমা থেকে একই ছবি তুলে এনেছেন আমাদের সাংবাদিকরা।

ত্রাণ বন্টনের চাল যেখানে ফুটছে সেই হাঁড়ির একটা ভাত মথুরাপুর যেখানে ত্রাণ দুর্নীতির কথা স্বীকার করে কানমলা খেয়েছেন পঞ্চায়েত সদস্য। ক্ষোভের এই আগুন দ্রুত ছড়াচ্ছে গ্রামগুলিতে। ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত সাগর ব্লকে বিভিন্ন পঞ্চায়েতে ইতিমধ্যেই আগুন জ্বলতে শুরু হয়েছে। ঘোড়ামারা, সুমতিনগর, রামকরচর প্রভৃতি পঞ্চায়েতে আছড়ে পড়েছে মানুষের ক্ষোভ। দুর্নীতির প্রতিবাদে চলছে ভাঙচুর। নামখানা ব্লকের ফ্রেজারগঞ্জও উত্তাল হয়েছে ত্রাণ বিক্ষোভে। ক্যানিং মহকুমার গোসাবা ও কাকদ্বীপ মহকুমার পাথরপ্রতিমাতে ক্ষোভের মুখে পঞ্চায়েত। অভিযোগ জানাবার কেউ নেই। শাসকদলের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে বিডিও অফিসের দরজা বন্ধ। বলা হচ্ছে করোনা সংক্রমণের ভয়ে অফিসে লোক ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী যেখানে সব ভুলে বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াবার মানবিক আবেদন জানাচ্ছেন সেখানে তাঁরই বিডিওরা বন্ধ গেটের আড়ালে নিশ্চিন্তে দিন কাটাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রীর বাণী কপাল চাপড়াচ্ছে বিডিও ও জেলাশাসকের দরজায়।

স্ত্রীকে খুন

শ্বীঘরে স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার স্বামী। ঘটনাটি ঘটেছে কুলতলি থানার কুন্দখালি গোদাবর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁকসা এলাকায়। মৃতের নাম আয়েশা মন্ডল(৩০)। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার রাতে মেরিগঞ্জ আন্ধারিয়ার একটি ভেড়ি এলাকায় নিয়ে গিয়ে আয়েশাকে খুন করে তাঁর স্বামী শুকুর আলী মন্ডল। রবিবার সকালে আন্ধারিয়া এলাকার একটি

মাছের ভেড়ির কাছে আয়েশার দেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় কয়েকজন মানুষ। তারাই পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। আয়েশার বাবা এই ঘটনায় আয়েশার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন। তিনি জানান, জামাইয়ের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিলো। আমার মেয়ে তা জানতে পেরে যাওয়ায় মেয়ের ওপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালাচ্ছিল আয়েশার শ্বশুরবাড়ির লোকজন।এই কথা বাবার কাছে মাঝেমাঝে এসে বলেছিল মেয়ে। জামাইকে সাবধান করার পরেও কিছুদিন চুপ থাকার পর আবার পুনরায় অত্যাচার শুরু করে জামাই শুকুর আলী। ধৃতকে সোমবার বারুইপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : আমফানে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের সাহায্য করতে আসার পথে পথদুর্ঘটনার শিকার হলেন বিদ্যুত হালদার

নামে এক ব্যক্তি।ঘটনায় প্রকাশ, জয়নগরে সর্ব ভারতীয় আমফান রিলিভ ফান্ডের পক্ষ থেকে ৮০ টি ত্রিপল দেবার আয়োজন করা হয়েছিল।আর তা দিতে আসার পথে গড়িয়া নিবাসী ফান্ডের সদস্য বিদ্যুত হালদারের এক পথ দুর্ঘটনায় আকস্মিক মৃত্যু হয়। বছর পঁয়ত্রিশের বিদ্যুত হালদারের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে আসে। বাড়ি থেকে জয়নগরে ত্রাণের কাজে আসার সময়ে গড়িয়ায় নিজের বাড়ির কাছেই টার্নিংয়ের মুখে পথ দুর্ঘটনার শিকার হন বিদ্যুত।রাস্তায় বাইক সহ পড়ে থাকতে প্রথম নজরে পড়ে স্থানীয় এক মাছওয়ালার ।উনি চোখে জল দিয়ে ওঠাবার চেষ্টা করে বিফল হয়ে বিদ্যুত হালদারের বাড়িতে খবর দেন।তাঁর পর বাড়ির লোকজন এসে রেমিডি নার্সিংহোমে ভর্তি করে। ভর্তির কিছু পরে ডাক্তাররা রুগিকে মৃত বলে ঘোষণা করে। দেহ ময়না

গাছ নিয়ে চিন্তায় সুন্দরবনের মানুষ

উজ্জ্বল বন্দোপাধ্যায় : আমফানের পরে সুন্দরবনের গাছের পাতাগুলি যেন ক্রমে বিবর্ণ হয়ে গেল। হলুদ হয়ে শুকিয়ে যেতে শুরু করেছে। ছোট ছোট কিছু গাছের পাতা ঝরতেও শুরু করেছে।আমফানের পরে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্যের বিভিন্ন গাছের পাতা গুলি সবুজ থেকে বিবর্ণ হয়ে হলুদ হয়ে ঝরে পড়া নিয়ে খুবই চিন্তিত সুন্দরবনের মানুষ।

এই ঝড়ে সুন্দরবনের জয়নগর, কুলতলি, পাথরপ্রতিমা, রায়দীঘি, গোসাবা ,সাগর সহ বহু ব্লকের নদী বেষ্টিত সব এলাকার গাছের পাতা হলুদ হয়ে ঝরে পড়েছে। সুন্দরবন সংলগ্ন মূল ভূখণ্ডের আম–কাঁঠাল গাছের সঙ্গে সঙ্গে ম্যানগ্রোভ অরণ্যের বহু গাছের পাতা হলুদ, বিবর্ণ হয়ে গেছে ।এর আগেও বহু ঘুর্ণিঝড় দেখেছে সুন্দরবনের মানুষ। আয়লা, বুলবুলের মতন ঝড়ও বয়ে গেছে এর উপর দিয়ে। তবে সে সময় ম্যানগ্রোভকে এত বিবর্ণ দেখায়নি।একটি–দু'টি জায়গায় নয়, আমফানের পর সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ ম্যানগ্রোভ অরণ্যের বহু জায়গায় গাছের পাতা বিবর্ণ, হলুদ হয়ে শুকিয়ে গেছে। অথচ ওই সব গাছ ঝড়ে ভেঙে যায় নি। কুলতলির মৈপীঠ ভুবনেশ্বরী এলাকার মানুষ জন বলেন,আমরা জানি ম্যানগ্রোভ জাতীয় গাছ লবণাক্ত জলেই বেড়ে ওঠে। নোনা জলের ঝাপটা তো সব সময়েই তাদের গায়ে লাগছে। তা হলে এখন কেন এই গাছের পাতা বিবর্ণ, হলুদ হয়ে গেল বুঝতে পারছি না। কুলতলি, গোসাবা,মৌসুনি দ্বীপের ম্যানগ্রোভ থেকে শুরু করে রাযদিঘির বাদাবনেও ঘূর্ণিঝড়ের পর বিবর্ণ হয়ে যাওয়া গাছ চোখে পড়েছে সুন্দরবনের নাড়িনক্ষত্র চেনা মানুষ কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের। রাজ্যের এই প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রীর কথায়, 'শুধু ম্যানগ্রোভ অরণ্য নয়। মূল ভূখণ্ডে গ্রামের আম–জাম–কাঁঠাল গাছের পাতা ও হলুদ হয়ে গেছে। তিনি এও বলেন, এগারো বছর আগের আয়লার সঙ্গে এখনকার সময়ের আমফানের পার্থক্য হল, আয়লায় ঝড়ের সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিও হয়েছিল।আর আমফানে বৃষ্টি কম, ঝড়ের দাপট বেশি ছিল। মনে হয়, এই প্রবল ঝড়ে সামুদ্রিক লবণাক্ত জোলো হাওয়ার জেরে গাছের পাতা হলুদ হয়ে গেছে। যদি ঝড়ের সঙ্গে ভারী বৃষ্টি হতো, তা হলে হয়তো এমনটা হতো না। 'ম্যানগ্রোভের এই আপাত 'রং বদলে' যাওয়ায় উদ্বিগ্ন বিশেষজ্ঞরাও। তাঁদের মতে,'সামুদ্রিক নোনা জোলো হাওয়ার কারণে আম–কাঁঠাল গাছের পাতা হলুদ হয়ে যেতে পারে। যদি ওই অঞ্চলের মাটিতে নুন ফুটে ওঠে, সেটা হলে পাতা বিবর্ণ হতে পারে।তবে ম্যানগ্রোভ নোনা জলেই থাকে। সেই গাছ কেন হলুদ হচ্ছে, তা স্পষ্ট নয়।' তাঁদের মতে, একটি কারণ হতে পারে, প্রবল ঝড়ে ওই সব গাছের শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।' ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ম্যানগ্রোভের উপর বিশদ পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে বলে মনে করছেন তাঁরা। রাজ্য কৃষি দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর সঞ্জয় ভট্টাচার্য বলেন, নোনা জল যদি নদীর বাঁধ ভেঙে গ্রামে ঢুকে পড়ে তাহলে গাছের শ্বাস–প্রশ্বাস প্রক্রিয়ার সমস্যার কারণে গাছের পাতা হলুদ বা বিবর্ণ হয়ে যেতে পারে। যদিও এ ব্যাপারে রাজ্যের বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমি নিজে আমফানের পরে গোসাবায় গিয়েছিলাম। নিজের চোখে দেখেছি গাছগুলি হলুদ ও বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে।ঠিক কি কারণে এই ঘটনা ঘটলো সে ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মতামত নিচ্ছি।

আম্ফান দুর্গতদের বাড়ি বাড়ি অর্থ পৌঁছালেন প্রতিবন্ধী খোকন

নিজস্ব প্রতিনিধি : আম্ফান দুর্গতদের অসহায় দরিদ্র পরিবারের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে প্রতিবন্ধী খোকন মন্ডল পৌঁছে দিলেন নগদ অর্থ। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বাসন্তী ও ক্যানিং ১ ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রামের অসহায় আম্ফান দুর্গত মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের হাতে তুলে দিলেন নগদ অর্থ। কেন এমন নগদ অর্থ প্রদান?এ

প্রসঙ্গে শারীরিক ভাবে অক্ষম প্রতিবন্ধী যুবক খোকন মন্ডল জানিয়েছেন, গত ২০ মে আম্ফান ঘুর্ণিঝড়ে সুন্দরবন সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে প্রচুর নদীবাঁধ,বাড়িঘর,গাছপালা,বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। অসহায় হয়ে পড়েছে দরিদ্র পরিবারের লোকজন। করোনার শুরু থেকেই এবং আম্ফান পরবর্তী সময়ে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রাম্য এলাকায় খাদ্যসামগ্রী,পানীয় জল,শুকনো খাবার,ওষুধপত্র এবং ত্রিপল পৌঁছে দিয়েছিলাম প্রায় দুহাজার দুঃস্থ পরিবারের হাতে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দুর্গত এলাকায় গিয়ে জানতে পারলাম দুর্গত মানুষজন সরকারি ভাবে প্রচুর রেশন সামগ্রী পাচ্ছেন। দুবেলা দুমুঠো খেতে পাচ্ছেন। কিন্তু অসংখ্য পরিবার নগদ অর্থের অভাবে ধুঁকছে। অনেকে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত। পয়সার অভাবে ওষুধও কিনতে পারছেন না। আবার কেউ কেউ কোনও প্রকার ত্রাণ না পেয়ে খোলা আকাশের নীচে বসবাস করছেন। এমন পরিস্থিতিতে দেখে দুঃস্থ অসহায় পরিবার গুলোর পাশে দাঁড়িয়ে নগদ অর্থ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। আমার এমন সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন অধ্যাপক ডঃ সুধাময় মন্ডল,অধ্যাপক অনিন্দ শেখর পুরকায়স্থ,অধ্যাপক অভীক মুখার্জী,অধ্যাপক রূপক গোস্বামী,অধ্যাপক দীপক গায়েন ও বিজ্ঞানী কুতুবুদ্দিন মোল্লা।তাঁদের দেওয়া সেই অর্থ এবং বেশকিছু খাদ্যসামগ্রী বাসন্তী ও ক্যানিং ১ ব্লকের ২০ টি অসহায় আম্ফান দুর্গত পরিবারের হাতে পরিবারের হাতে নগদ অর্থ ও খাদ্য সামগ্রী তুলে দিয়েছি। ইচ্ছা আছে আগামী দিনে আরো ১০০ দুঃস্থ পরিবারের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া।

উল্লেখ্য, দীর্ঘ প্রায় বছর তিনেক ধরে পক্ষাঘাত আক্রান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে রয়েছেন ক্যানিংয়ের দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমারশা গ্রামের বিমল মিস্ত্রী ও বাসন্তী ব্লকের মোকাম বেড়িয়ার হাড়ভাঙি গ্রামের নকুল সরদার। অর্থের অভাবে ওষুধপত্র কিনতে পারছেন না। তারপর আম্ফানে বাড়িঘর ভেঙে পড়েছে। আচমকা বৃহস্পতিবার সকালে প্রতিবন্ধী যুবক খোকন মন্ডলের হাত থেকে নগদ পাঁচশো টাকা ও খাদ্য সামগ্রী পেয়ে খুশি।খুশি অন্যান্যরা দুর্গত অসহায় পরিবারগুলোও।

জীবাণুনাশক ওষুধ স্প্রে ও বস্ত্র বিতরণ

সুভাষ চন্দ্র দাশ : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার অন্তর্গত ক্যানিং সঞ্জয় পল্লি গ্রামে সমাজসেবী ফারুক আহমেদের উদ্যোগে শামিল হয়ে ক্যানিং যুব সমাজ এর যুবকরা নিজেদের গ্রামে জীবাণু নাশক স্প্রে করার উদ্যোগ নিলেন। ঝোপঝাড়,নালানিকাশীর আবর্জনা পরিষ্কার করার পাশাপাশি জীবাণুনাশক ওষুধ স্প্রে করেন যুবকরা। পুরো গ্রামে করোনা ভাইরাস ও ডেঙ্গু নিধনের জন্য মঙ্গলবার এমন উদ্যোগ দেখে এলাকাবাসী খুশি। এ বিষয়ে সমাজসেবী ফারুক আহমেদ বলেন, আমাদের মতো প্রতিটি গ্রামে ক্লাব সংগঠন সহ যুব যোদ্ধাদের এমন কাজে এগিয়ে এসে এরকম মহত কাজ করা প্রয়োজন। এদিন এই সঞ্জয় পল্লি গ্রামে জীবাণুনাশক স্প্রে করার পাশাপাশি ক্যানিংয়ের কয়েকটি গ্রামে রথযাত্রা উপলক্ষে সমাজসেবী ফারুক আহমেদ সরদার ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের হাতের নতুন বস্ত্র তুলে দেন ।

স্যানিটাইজ সচেতনতায় ছাত্র সমাজ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ২৩জুন -- একটি ছাত্র অথবা যুব সংগঠনের প্রথম কাজ মানুষের পাশে দাঁড়ানো। মানব সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতাই ছাত্র এবং যুবদের মূলমন্ত্র। তাই এই দায়বদ্ধতার তাগিদেই কাজ করে চলেছেন কোচবিহার জেলা ছাত্র এবং যুব আন্দোলনের নেতা কর্মীরা। এরকমই এক ছবি দেখা গেল কোচবিহার ২নং ব্লকের মরিচবাড়ি খোল্টা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। মঙ্গলবার সংশ্লিষ্ট এই এলাকার বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে বাজার বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি যৌথভাবে স্যানেটাইজ করলেন এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআই নেতাকর্মীরা।

এদিন এই এলাকার পাশাপাশি কোচবিহার –আলিপুরদুয়ার রাজ্য সড়কে চলাচলকারী উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার বাসগুলিও স্যানেটাইজ করেন তারা। এদিন এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন ছাত্র নেতা প্রণয় কার্যী, যুবনেতা তাপস রায় প্রমুখ।

এদিন ছাত্র এবং যুব নেতারা জানান, যে কাজ পঞ্চায়েত প্রশাসন বা ব্লক প্রশাসনের করার কথা, তারা আজও এই কাজ করে উঠতে পারেননি। এ ব্যাপারে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন তারা। তাই করোনা আবহে জীবাণু মুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে এই উদ্যোগ নিয়েছেন ছাত্র–যুবরা।

শাসকের সংকীর্ণ রাজনীতির প্রতিবাদে সিপিএম

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২২জুন -- দিনহাটা পুর এলাকার নাগরিক পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান, দিনহাটা পুরসভার ২ ও ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সংকীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মনোনীত কোঅর্ডিনেটর কে বাতিল করার দাবি সহ ৭দফা দাবিকে সামনে রেখে সোমবার দিনহাটা পুরসভার পুর প্রশাসককে ডেপুটেশন দেবার পাশাপাশি দিনহাটা পুর ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখালো সিপিআই(এম) দিনহাটা এরিয়া কমিটি। এদিনের এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন পার্টি নেতা তারাপদ বর্মন, দেবাশীষ দেব, প্রবীর পাল, সমীর চৌধুরী, দিবাকর পাল প্রমুখ।

হাউসিং ফর অল প্রকল্পে নির্মীয়মান বাড়ির উপভোক্তাদের বিভিন্ন ধাপে আটকে থাকা টাকা দ্রুততার সাথে তাদের হাতে তুলে দেওয়া, ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে নাগরিক কমিটি করে প্রকৃত ঘর প্রাপকদের চিহ্নিতকরণ সহ এই প্রকল্পের উপভোক্তাদের কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা পুরসভার পক্ষ থেকে নেওয়ার বিরুদ্ধে এবং যাদের কাছ থেকে এই টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে, তাদেরকে টাকা ফেরতের দাবিতে সোচ্চার হোন সিপিআই(এম) নেতাকর্মীরা। এর পাশাপাশি দিনহাটা পুরসভার ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে পানীয় জলের অপর্যাপ্ত সরবরাহ নিয়ে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর ও পুরসভার সাথে দড়ি টানাটানি বন্ধ করে সমস্যার স্থায়ী সমাধান, রাস্তার টাইম কলের সংস্কারের পাশাপাশি বাড়িতে বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ স্থাপন করার দাবির পাশাপাশি শহরের নিকাশি ব্যবস্থার মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়ন ও নিকাশি নালা পরিষ্কারের দাবিও এদিন জানানো হয় সিপিআই(এম) এর পক্ষ থেকে।

এদিন আন্দোলনকারীরা জানান, করোনা মহামারীর সময়ে ওয়ার্ডের স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি ও কেন্দ্রীয় ঔষধালয় টানা দুমাস বন্ধ ছিল, কিন্তু স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি প্রদত্ত পুরসভার হেলথ অফিসার মাসিক প্রায় ৪০ হাজার টাকার বেতন গ্রহণ করেছেন এই সময়কালে। পুরসভার জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিকাঠামো কার্যত ভেঙে পড়েছে। শহরে আসা গাড়িগুলি স্যানিটাইজ করার কথা বলা হলেও তা হয় নি। এ নিয়ে শুধুই প্রচার করেছে পুরসভা। তাই অবিলম্বে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে স্যানিটাইজেশন, মাস্ক বিতরণ করা এবং করোনা মহামারী মোকাবিলায় সর্বদলীয় সভা করার এদিন দাবি জানানো হয়েছে পুর প্রশাসককে।

বেহাল রাস্তা, প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২২জুন – গ্রামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। সামান্য বৃষ্টিতেই এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় সংশ্লিষ্ট এই রাস্তাটির। চরম দুর্ভোগের

মুখে পড়তে হয় গ্রামবাসীদের। কিন্তু সবকিছু দেখে চোখ বুজে রয়েছে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসন থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। এই বেহাল রাস্তায় চলাচলের সময় দুজন জলে পড়ে মারা যান। একজনের মরদেহের আজও সন্ধান পাওয়া যায় নি বলে স্থানীয়দের দাবি। কিন্তু তারপরও হুঁশ ফেরেনি প্রশাসনের। বারবার স্থানীয় প্রশাসনকে জানানোর পরেও কোনও প্রশাসনিক উদ্যোগ আজ পর্যন্ত দেখা যায় নি। এই পরিস্থিতিতে কার্যত বাধ্য হয়েই সোমবার

তুফানগঞ্জ নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম ধাদিয়াল এলাকায় রাস্তা সংস্কারের দাবিতে তুফানগঞ্জ -- কৃষ্ণপুর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা।

জানা যায় বার বার প্রতিশ্রুতি দিয়েও কাজ হচ্ছে না এই রাস্তার। রাস্তাটি এতটাই বেহাল যে পায়ে হেঁটেও চলাচল করাও দুঃসাধ্য। এলাকায় জরুরি পরিষেবার সাথে যুক্ত অ্যাম্বুলেন্স বা দমকলের কোনও গাড়ি সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এই অবস্থা সংশ্লিষ্ট এলাকার। এবার বর্ষা না আসতেই রাস্তার অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়েছে। তাই বাধ্য হয়ে রাজ্য সড়ক অবরোধ করেছেন তারা বলে জানান আন্দোলনরত গ্রামবাসীরা। এই অবরোধ এর জেরে বহু গাড়ি রাস্তার দু পাশে আটকে পরে। পরে তুফানগঞ্জ থানা থেকে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং অবরোধকারীদের সাথে কথা বলে। সকাল থেকে প্রাথ ২ ঘণ্টা এই পথ অবরোধ চলার পর প্রশাসনিক কর্তাদের আশ্বাসের এদিন অবরোধ তুলে নেন গ্রামবাসীরা।

লরি চেপে মাসির বাড়ি মদনমোহন

নিজস্ব সংবাদদাতা : করোনার থাবার কবলে এবার কোচবিহারের প্রাণের ঠাকুর মদনমোহনের রথের চাকাও। চিরাচরিতভাবে যে রথে চেপে মাসির বাড়ি যাবার কথা মদনমোহনের। সেই রথ আজ শেকলে বাঁধা। সেই স্থানের লরিতে চেপেই নিজের বাসভূমি মদনমোহন মন্দির থেকে কোচবিহার শহরের গুঞ্জবাড়ি এলাকাঅবস্থিত ডাঙারাই মন্দিরে মাসির বাড়ি পৌঁছলেন কোচবিহারের মদনমোহন।

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস, জগন্নাথদেব হলেন জগতের নাথ বা অধীশ্বর। জগত হল বিশ্ব, আর নাথ হলেন ঈশ্বর। তাই জগন্নাথ জগতের ঈশ্বর। তার অনুগ্রহ পেলে মানুষের মুক্তিলাভ হয়। জীবরূপে তাঁকে আর জন্ম নিতে হয় না। এ বিশ্বাস থেকেই রথের ওপর জগন্নাথ দেবের প্রতিমূর্তি রেখে রথ নিয়ে যাত্রা করেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা। ঠিক একই ভাবে রাজ আমল থেকেই কোচবিহারে জগন্নাথের জায়গায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন।

তবে বৈশ্বিক মহামারি করোনাকালে কোচবিহার মদনমোহন মন্দিরে স্বাস্থবিধি মেনে তিথি অনুযায়ী শাস্ত্রমতে মদনমোহনের পূজা এবং এই উপলক্ষে ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান হয়েছে শুধুমাত্র পূজারীদের মাধ্যমে। করোনাভাইরাসের কারণে সাড়ম্বরে রথের পরিক্রমা হয়নি।

স্বাস্থ্য বিধি মেনে সচেতনতার সাথে করোনা প্রতিরোধের প্রতি গুরুত্বারোপ করে উদযাপিত হয়েছে রথযাত্রা উৎসব। এছাড়াও স্বাস্থ্যবিধি উপেক্ষা করে রথযাত্রায় অংশ গ্রহণে সকলকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। দড়িতে টানা রথের পরিবর্তে তাই যান্ত্রিক যানেই মাসির বাড়ি পৌঁছতে

কোনও রথযাত্রা এভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা নেই মন্দিরের পূজারীদেরও।

মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ যন্ত্রচালিত গাড়িতে চেপে মাসির বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয় মদনমোহন এখানে উপস্থিত নিম্বালকার, কোচবিহার সদর মহকুমা শাসক সঞ্জয় পাল সহ প্রমুখ প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

শুধু মদনমোহনের রথই নয়, এদিন জেলার বিভিন্ন স্থানে অনাড়ম্বরভাবেই পালিত হয় রথযাত্রা।

ফটিকগাছির ঐতিহ্যময় রথ

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী : হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত নস্করপুর অঞ্চলের ফটিকগাছি রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হলো । তবে প্রতি বছরের মতো নয় । এ যেন এক অচেনা ছবি । নেই রথযাত্রার দিন কোনো আড়ম্বর। বসেনি মেলায় কোনো দোকান । 'করোনা'র ভয়ে সব শুনসান । কোনো মতে নমঃ নমঃ করে পালন করা হলো এই উৎসব । শুধুই নিয়ম রক্ষা মাত্র । নেই ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের ভীড় । নেই মাটির পুতুল, খেলনা, মনোহারি দোকান, জিলাপি,পাঁপড় ভাজা, আর গরম গরম পিঁয়াজি । আর এই রথযাত্রায় দিন এই সব

দোকান সাজিয়ে যে সকাল দোকানদার বসে তাদেরও রুজি রোজগার বন্ধ হয়ে গেল । করোনা মহামারী থমকে দিলো সব কিছুই । তবে উল্টো রথে দিকে সকলেই তাকিয়ে আছে । যদি সেই আনন্দটাকে একটু ছোঁয়া যায় । 'করোনা'র ভয়ে লকডাউনের ফলে পকেট যে গড়ের মাঠ বা বলাইবাহুল্য । তবুও কচিকাঁচা থেকে বড় সকলেই এখন উল্টো রথের দিকেই তাকিয়ে ।

৩০২তম বর্ষে বন্ধ হল সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের রথযাত্রা

করোনার জেরে

কুনাল মালিক, বেহালা : বেহালার বড়িশা সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের সুপ্রাচীন রথযাত্রা উৎসব কলকাতার প্রাচীনতম উৎসব। ১৭১৯ সালে এই রথযাত্রার প্রচলন করেন রায় কৃষ্ণদেব মজুমদার চৌধুরী। এ বছর ৩০২তম বর্ষে একে করোনা ভাইরাসের আতঙ্কের জেরে বন্ধ হয়ে গেল। রথগৃহ থেকে রথ যেত সন্তোষ রায় রোডে অবস্থিত জগন্নাথ মন্দিরে। সেখান থেকে জগন্নাথ–বলরাম–সুভদ্রাকে রথে বসিয়ে ভক্তবৃন্দরা রথ টেনে আনত মাসির বাড়ি। কিন্তু এবছর সেইভাবে রথযাত্রা হবেনা। রথযাত্রা না হলেও,

ঐতিহ্য পরম্পরা মেনে, জগন্নাথ মন্দির থেকে প্রতীকী হিসাবে নারায়ণ শিলা এনে, রথের পাশ দিয়ে সাতবার ঘুরে, রথে বসিয়ে পূজা হল। ওখান থেকে নারায়ণ শিলাকে সিংহাসনে বসিয়ে পায়ে হেঁটে মাসির বাড়ি রাখা হবে। উল্টোরথের দিন আবার রথে বসিয়ে পূজা করে, পায়ে হেঁটে জগন্নাথ মন্দিরে রেখে আসা হবে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.